প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৬ ♦ ২৬ জুলাই - ১ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শতবর্ষী সেন্ট নিকোলাস স্কুলের কলেজ যাত্রা শুরু

করোনাভাইরাসের আগ্রাসনের মুখে খ্রিস্টবিশ্বাস চর্চা

মৃন্ময় পাত্রে চির শায়িত ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু)

'ভব কোলাহল ছাড়িয়ে
বিরলে এসেছি হে।।
জুরাব হিয়া তোমায় দেখি
সুধারসে মগন হব হে।।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রয়াত এরিক ফ্রান্সিস

জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
ফ্রান্সিস ভূরা বাড়ি, ছোট গোল্লা
গোল্লা ধর্মপল্লী

দিনটি ছিল ৩ জুলাই ১৯ আষাঢ়। এই দিনটিতেই জেনেছি আমাদের অতি আদরের ছোট ভাই, ভাতিজাদের প্রাণ প্রিয় কাক্কু, নাতি-নাতনীদের অনেক ভালবাসার দাদু জীবনরূপ ভেলায় পাল তুলে দিয়ে পারি জমিয়েছে ওপারে। আষাঢ় গগণও তাই সেদিন ছিল বিষন্ন ভারাক্রান্ত। অঝোর ধারায় ঝরিয়েছে সঞ্চিত জলরাশি শোকার্ত স্বজনের অশ্রুর প্রতীক হয়ে।

হ্যাঁ, বলছিলাম এরিক ফ্রান্সিসের কথা। গত মে মাসের মাঝামাঝি সময় এরিক কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মেরীল্যান্ডের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়। সুস্থতার দিকে গিয়েও আবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, যে অবস্থা থেকে তাকে আর সাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এরিক চলে গেল কোভিডের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে। রবি ঠাকুরের ভাষায় ও যেন বলে গেল -

'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি রাখি না আর ঘরের দাবি
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই।।
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী।।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি নিবিয়া গেল কোণের বাতি
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই'॥

পিতা চার্লস নিকোলাস ফ্রান্সিস, মাতা প্রিসিলা ফ্রান্সিসের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান এরিক। ব্যক্তি জীবনে এরিক ছিল প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ হাসিখুশি, সদালাপী, পরোপকারী একজন মানুষ। শৈশব থেকেই একটা অস্থির ভাব ছিল ওর অস্থিমজ্জায়। চলনে, বলনে এমন কি খাওয়া দাওয়াতেও। ছোটবড় সবার সাথেই ছিল বন্ধুসুলভ মনোভাব। ছোটদের ক্ষেপিয়ে, কাঁদিয়ে খুব মজা পেত, হো হো করে হাসত। পরক্ষণেই আবার আদরও করত। ভাতিজাদের সাথেও এমনটিই করত। খেলাধূলায় ছিল পারদর্শি। বিশেষভাবে ফুটবল খেলায়। ফুটবল খেলার মৌসুমে ওকে হায়ার করে নিয়ে যেত দূর-দূরান্তে। শখ ছিল পাখি শিকার করার। অল্প বয়সেই বাবার বন্দুক নিয়ে প্রায়ই শিকারে বেরিয়ে পড়ত সমবয়সীদের নিয়ে। বক, বলছ, বাদুর শিকার করে আমার বিয়ের আগ পর্যন্ত সেগুলো নিয়ে যেত বড়দি ইমুবুর কাছে রান্না করে দেয়ার আবদার নিয়ে। ইমুবু কোনদিনই ছোট্ট ভাইয়ের এ আবদার অগ্রাহ্য করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টারস ডিগ্রি নিয়ে অধ্যাপনা শুরু করে নটর ডেম কলেজে। সেখান থেকেই উচ্চতর ডিগ্রি লাভের আশায় স্কলারশীপ নিয়ে পারি জমায় সুদূর জার্মানীতে। এরপর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় থিতু হয়। বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষভাবে আঠারগ্রামকে সে এতই ভালবাসত যে আমেরিকায় গিয়েও বাংলাদেশ তথা আঠারগ্রামের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য মানুষগুলোকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য ইছামতি নামক সংগঠনটি গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার দক্ষতা গুণেই দু'দুবার এই সংগঠনটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে। বাংলাদেশে অবস্থান কালে আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য হিসেবেও তার অবদান প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বড় সাধ ছিল ছেলে মেয়েরা স্বাবলম্বী হলে, অবসর নেয়ার পর আবার ফিরবে এই বাংলায়। নটর ডেম কলেজে শুরু করবে অধ্যাপনা, ছেলেদের নিয়ে বল খেলায় মেতে উঠবে। স্থায়ীভাবে বাস করবে নিজ গ্রামে পল্লীমায়ের কোলে। ঠাকুরদাদা ফ্রান্সিস ভূরার মত সমাজ সেবা করবে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হবে, যুবদল গঠন করে তাদের দিবে দিক নির্দেশনা। আশা পূর্ণ হল না। কোভিড-১৯ সমস্ত বাসনা ভাসিয়ে দিল মুহূর্তে।

এরিকের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত বড় মেয়ে বৃষ্টির সাথে যে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন সান্ত্বনা দিয়েছেন বিশেষভাবে প্রার্থনা দিয়ে শক্তি যুগিয়েছেন পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। অনুরোধ রাখি সবার কাছে এরিক যাদের রেখে গেল তার **স্ত্রী পান্না বড় মেয়ে বৃষ্টি, মেঝ মেয়ে দ্যুতি, ছোট ছেলে দ্রুব, বড় দুই ভাই, এক বোন এবং বহু আত্মীয় স্বজন, গুণগ্রাহী** তারা যেন এই মর্মান্তিক বিয়োগ ব্যথার ভার বইবার শক্তি পায়, সেই প্রার্থনা করার। এরিকের আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

বড়দাদা গিলবার্ট ফ্রান্সিস ও
শোকার্ত পরিবার।

বিজ্ঞ/১০৮/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৬
■■■■■ ২৬ জুলাই - ১ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১১ - ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

অনলাইন খ্রিস্টযাগ ও আমরা

করোনাভাইরাস বা কোভিড -১৯ মানব জীবন ও ভূ-প্রকৃতিতে ভীষণ পরিবর্তন এনেছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে অনেক শুভ পরিবর্তন আমাদের সামনে চলে আসবে। কমেছে বায়ু, শব্দ ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি। একইসাথে কমেছে ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম, জীবন-নির্বাহের বিভিন্ন উপায় ও জীবনের নিশ্চয়তা ইত্যাদি। বেড়েছে মৃত্যুর হার, জীবনের ঝুঁকি, চিকিৎসা পাবার অনিশ্চয়তা, স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি, গুজব, বেফাস কথাবার্তা, সাংসারিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কোন্দল, অলসতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ইত্যাদি। নেতিবাচক এতোসবের সাথে ইতিবাচক বৃদ্ধিও কম নয়। দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানোর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, যুব স্বেচ্ছাসেবী বেড়েছে, দুর্যোগ মোকাবেলা করার মানসিকতা বেড়েছে, সামাজিক দায়বোধ বেড়েছে, প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে, ঈশ্বরনির্ভরশীরতাও বেড়েছে। কমেছে শিক্ষা কার্যক্রম, সকল ধরণের জনসমাবেশ। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার পরিবেশ না পেয়ে হতাশায় ভুগছে। একইভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন পালনে ও উৎসবে ঐতিহ্যগত রীতি অনুসরণ করতে না পেরে মনোকষ্টে ভুগছেন। জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে বন্ধ রয়েছে জনসমাবেশসহ ধর্মীয় উপাসনা। রাষ্ট্র ও ধর্মনেতারা জীবন রক্ষাকে প্রাধান্য নিয়ে ধর্মীয় উপাসনার জন্যও নির্দেশনা দিয়েছেন। ফলে স্তিমিত হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ভক্তপ্রাণ মানুষের কষ্ট হলেও তা মেনে নেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও শারীরিক সমাবেশের পরিবর্তে ভার্চুয়াল সমাবেশ স্থান করে নেয়।

অনলাইন খ্রিস্টযাগ কয়েক মাস আগেও বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের কাছে খুব একটা পরিচিত ছিল না বা বলতে পারি গ্রহণীয় ছিল না। কর্তৃপক্ষও এ বিষয়কে নিরৎসাহিত করে আসছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস দুনিয়াকে যেমনি ওলটপালট করে দিচ্ছে তেমনি উপাসনার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া নিয়ে এসেছে। লক্ষ কোটি প্রাণ বিশ্বাসীদের আবেগ-অনুভূতি ও বিশ্বাসের কথা চিন্তা করে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় অনলাইনে সরাসরি পুণ্যসপ্তাহের উপাসনায় অংশ নিয়ে আশির্বাদ লাভ করার সুযোগ দেন। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ভাল ব্যবহার হতে পারে বিশেষ অবস্থায় অনলাইনে উপাসনা। পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীও অনলাইনে খ্রিস্টযাগসহ সম্ভবপর ধর্মীয় অনুশীলনীগুলো করতে খ্রিস্টভক্তদের উৎসাহিত করে। কোভিড - ১৯ সময়কালে বাংলাদেশের সকল ধর্মাঞ্চলে অনলাইনে সরাসরি খ্রিস্টযাগ এক অভূতপূর্ব ঘটনা হলেও তা সাদরে গ্রহণীয় হয়েছে। শুরুর দিকে একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় ও যথার্থ দিকনির্দেশনায় তা দূর হয়। ধীরে-ধীরে খ্রিস্টভক্তগণ নিজগৃহকে পবিত্র মন্দির মনে করতে থাকে। নিজেদেরকে ও গৃহকে যথার্থভাবে প্রস্তুত করে অনলাইন খ্রিস্টযাগে অংশ নেওয়া শুরু করে। তবে অনেকের মাঝে একটা আফসোস থাকে যে, সাক্রামেন্তীয় যিশুকে প্রসাদের আকারে গ্রহণ করতে পারছে না। আত্মিকভাবে প্রসাদ গ্রহণের প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তা খানিকটা পূরণ হয়। অনলাইন খ্রিস্টযাগ এই মহামারীর সংকটকালে খ্রিস্টভক্তদের মনে শক্তি দিয়েছে, ধর্মীয় অনুশীলন চর্চার ক্ষেত্র সুযোগ করে দিয়েছে এবং পরিবারের সকলে মিলে একসাথে খ্রিস্টযাগ করার সুযোগ পেয়েছে বলে অনেকে জানিয়েছেন। দেশ-বিদেশের খ্রিস্টভক্তদের মাঝে ঔপাসনিক একতা বৃদ্ধি করেছে। অনলাইন খ্রিস্টযাগের এতোসব ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে খ্রিস্টযাগ করতে পারলেই শ্রেয় বলে মনে করেন বেশিরভাগ মানুষ।

বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনলাইন খ্রিস্টযাগের কার্যকারিতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা সবসময় অনলাইনে খ্রিস্টযাগে অংশ নিবো - এ মনোভাব যেন আমাদের মধ্যে না আসে। অনলাইন খ্রিস্টযাগ যারা পরিচালনা করেন তারা যেমনি প্রস্তুতি নিবেন তেমিন যারা অংশগ্রহণ করবেন তারাও যেন যথার্থ প্রস্তুতি নেন। ধর্মীয়বোধ ও ধর্মীয় অনুশীলনে যথার্থতা দান করার লক্ষ্যে অনলাইন খ্রিস্টযাগ পরিচালনা ও অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দান করবে বলে বিশ্বাস করি। ✝

মঙ্গলবাণী

"যিশু বললেন, প্রবক্তা শুধু নিজের দেশে, নিজের পরিজনদের কাছে অসম্মানিত হয়! আর তার প্রতি লোকদের এমন অবিশ্বাস দেখে তিনি সেখানে বেশি অলৌকিক কাজও করলেন না।" (মথি ১৩:৫৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

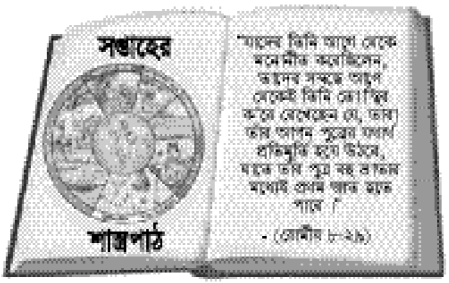

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ জুলাই- ১ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৬ জুলাই, রবিবার
১ রাজাবলী ৩: ৫, ৭-১২, সাম ১১৯: ৫৭, ৭২, ৭৬-৭৭, ১২৭-১৩০, রোমীয় ৮: ২৮-৩০, মথি ১৩: ৪৪-৫২ (অথবা ৪৪-৪৬)

২৭ জুলাই, সোমবার
জেরেমিয়া ১৩: ১-১১, সাম (২য় বিবরণ) ৩২: ১৮-২১, মথি ১৩: ৩১-৩৫

২৮ জুলাই, মঙ্গলবার
জেরেমিয়া ১৪: ১৭-২২, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, মথি ১৩: ৩৬-৪৩

২৯ জুলাই, বুধবার
সাধ্বী মার্থা, স্মরণ দিবস
১ যোহন ৪: ৭-১৬,সাম ৩৩: ২-১১, যোহন ১১: ১৯-২৭ অথবা লুক ১০: ৩৮-৪২

৩০ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধু পিতর খ্রিসোস্তম, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
জেরেমিয়া ১৮: ১-৬, সাম ১৪৬: ১-৬, মথি ১৩: ৪৭-৫৩

৩১ জুলাই, শুক্রবার
লয়োলার সাধু ইগ্নেসিউস, যাজক, স্মরণ দিবস
জেরেমিয়া ২৬: ১-৯, সাম ৬৯: ৪, ৭-৯, ১৩, মথি ১৩: ৫৪-৫৮

১ আগস্ট, শনিবার
সাধু অলফন্সাস লিগোরি, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
জেরেমিয়া ২৬: ১১-১৬, ২৪, সাম ৬৯: ১৪-১৫, ২৯-৩০, ৩২-৩৩, মথি ১৪: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৬৩ ব্রা. গডফ্রয় ডেনিস (চট্টগ্রাম)

২৭ জুলাই, সোমবার
+ ১৮৬৬ ফা. লুইজি ব্রাইয়স্কি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯০৭ ব্রা. আঞ্জেলো গালিমবের্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৬ সি. এম. বার্টিল, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ডেসমন্ড ও'হারা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সি. যোসেফ মেরী, সিএসসি (ঢাকা)

২৮ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৬ সি. ইগনাজিয়া, ওএসএল (খুলনা)

২৯ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৭০ সি. এম. টেরেন্স, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ ফা. আঞ্জেলো কান্তন, পিমে (রাজশাহী)

৩০ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৯ ফা. কামিল মিশো, সিএসসি
+ ২০১৩ ব্রা. এলবেরিক রবার্ট হৌল, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী মাগ্দালেন, পিসিপিএ

১ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৩৫ বিশপ পিটার জে. হার্থ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ ব্রা. ভিত্তোরিও ডি'জিউস্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ফা. ফ্রান্সিস্কো ব্রাদানিনি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৭ ফা. এলরেড গমেজ, এসজে (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফা. পরিমল ইগ্নাসিউস রোজারিও (ঢাকা)

ধারা -১
দীক্ষাস্নান সংস্কার

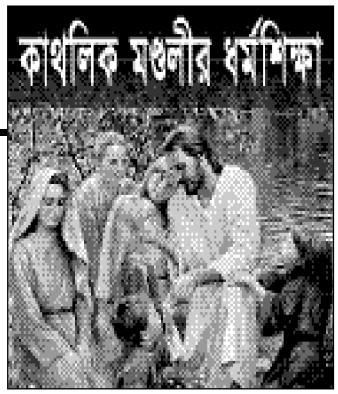

১২১৩: পবিত্র দীক্ষাস্নান হলো সামগ্রিক খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি, পরম আত্মায় জীবন-যাপনের প্রবেশদ্বার (virtue spiritualis ianua) এবং অন্য সংস্কারগুলোর দিকে গমন পথ। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা পাপ মুক্ত হই, খ্রিস্টমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হই, তার মিশনদায়িত্বের সহভাগী হই, দীক্ষাস্নান হল জলের মাধ্যমে বাক্যে নবজীবন প্রাপ্তির সংস্কার।

॥ক॥ এই সংস্কারটির নাম কি?

১২১৪: এই সংস্কারের নাম দীক্ষাস্নান, সংস্কারটি প্রদানের মৌলিক অনুষ্ঠান রীতি অনুযায়ী এর নামটি দেওয়া হয়েছে। দীক্ষাস্নান দান, (গ্রীক ভাষায় baptizein) এর অর্থ হলো "নিমগ্ন" বা "নিমজ্জন" করা জলে নিমজ্জন করা হল খ্রিস্টের মৃত্যুতে দীক্ষাপ্রার্থীর সমাহিত হওয়ার প্রতিক, যে মৃত্যু থেকে তাঁরই সঙ্গে পুনরুত্থানে সে "এক নতুন সৃষ্টি" হয়ে ওঠে।

১২১৫: এই সংস্কারকে "নব জন্মের জল প্রক্ষালণ ও পবিত্র আত্মা দ্বারা নবীকরণ" বলা হয়; কারণ এ সংস্কার জলে ও আত্মায় জন্মকে বোঝায় এবং তা কার্যতই ঘটায়, যা ব্যতিরেকে "কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না"।

১২১৬: এই স্নানকে আলোকসম্পাত বলা হয়, কারণ যারা এ সমন্ধে (ধর্মশিক্ষা বিষয়ক) জ্ঞান লাভ করে তাদের বোধ শক্তি আলোকিত হয়। যে সত্যকার আলো প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।, সেই বাণীকে দীক্ষাস্নানে গ্রহণ করে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি "আলেকপ্রাপ্ত" হয়েছে, সে "আলোরই সন্তান," বাস্তবিক পক্ষে সে নিজেই আলো।

॥খ॥ পরিত্রাণ ব্যবস্থায় দীক্ষাস্নান

প্রাক্তণ সন্ধিতে দীক্ষাস্নানের পূর্ব প্রতীকসমূহ

১২১৭: পুনরুত্থান নিশি জাগরণ উপাসনা-অনুষ্ঠানে দীক্ষাজলের আশীর্বাদের সময় খ্রিস্টমণ্ডলী সাড়ম্বরে স্বরণ করে দীক্ষাস্নান রহস্যের পূর্বপ্রতীক ইতোমধ্যে প্রকাশিত মুক্তির ইতিহাসের মহা ঘটনা সকল:

পিতা, সংস্কারীয় চিহ্নের মাধ্যমে তুমি আমাদের অনুগ্রহ দান কর, এই চিহ্ন সকল তোমার অদৃশ্য শক্তির বিস্ময়ের কথাই আমাদের বলে।

দীক্ষাস্নানে আমরা তোমার দান, জল ব্যাবহার করি

যা তুমি করেছ তোমার অনুগ্রহের সমৃদ্ধ প্রতীক,

যে অনুগ্রহ তুমি এই সংস্কারে আমাদের দান কর।

১২১৮: জগতের সূচনা হতে, এমন সাধারণ ও বিস্ময়কর সৃষ্টি জল হয়ে উঠেছে জীবনের উৎস ও ফলপ্রসূতা। পবিত্র শাস্ত্র জলকে ঈশ্বরের আত্মার "ছায়াতলে" প্রত্যক্ষ করে।

১২১৯: নোয়ার জাহাজে খ্রিস্টমণ্ডলী দেখতে পেয়েছে দীক্ষাস্নান দ্বারা সাধিত পরিত্রাণের একটি পূর্বাভাস, কারণ এই জাহাজের দ্বারা "অল্প লোক - মোট আট জন লোক জলের মধ্য দিয়ে ত্রান পেয়েছিলেন।

১২২০: পৃথিবীর বুক থেকে উৎসারিত জল যদি জীবনের প্রতিক হয়, তবে সাগরের জল মৃত্যুর প্রতিক, এবং তা ক্রুশের রহস্যকে তুলে ধরতে পারে। এই প্রতিকত্বের দ্বারা দীক্ষাস্নান খ্রিস্টের মৃত্যুর সঙ্গে মিলনকে চিহ্নিত করে।

১২২১: তবে সর্বপরি, লোহিত সাগর পার হওয়া আক্ষরিক অর্থেই ইস্রায়েল জাতির মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি, দীক্ষাস্নান দ্বারা সম্পূর্ণ মুক্তির কথাই ঘোষণা করে।

করোনাভাইরাসের আগ্রাসনের মুখে খ্রিস্টবিশ্বাস চর্চা

ফাদার যোসেফ মুরমু

মরণব্যধি- 'করোনাভাইরাস' বিশ্ব মানবাত্মাকে বিপন্ন করেছে। মানুষকে আঘাতবিদ্ধ করে, মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়েছে। মানবজাতির বেঁচে থাকার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। চারিদিকে মৃত্যুর আতংক। আক্রান্ত হলে নিস্কৃতি পাওয়া দুষ্কর, জীবন রুদ্ধশ্বাসে মৃতপ্রায়। এ থেকে রেহাই পাওয়া অনিশ্চিত। তারপরেও বেঁচে থাকার চর্তুমুখী দৌড়ঝাপ। পথে-ঘাটে শোনা যায় মানুষের আর্তচিৎকার বাঁচাও মরণঘাতির আক্রমণ থেকে। 'করোনাভাইরাস'-এর আতংকে মানুষের ধর্মপালনের রাস্তা বন্ধ। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ঈশ্বরকে পূজার প্রয়োজন নেই, আগে জীবন বাঁচাও। সরকার ও মণ্ডলী ধর্মপালনের কঠোর নির্দেশ মানতে মানবসমাজকে বাধ্য করেছে। জানা নেই ঈশ্বর মানবজাতির এ অবহেলা মার্জনা করছেন, নাকি কৃপা দিয়েছেন। এত ব্যাঘাত-আঘাত তেড়ে আসার পরেও শহরে ও গ্রামে কেউ ধর্মপালন থেকে বিরত রইল না। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, করোনার অপ্রতিরোধ্য আঘাতের মধ্যেও ঈশ্বরের সঙ্গেই রয়েছেন এবং থাকবেন। ভয়াবহ ভয়ভীতি তোয়াক্কা না করে দৃঢ়তায় ঈশ্বর-ভগবানকে উপাসনা, পূজা-আরাধনা করছেন, ঈশ্বর উপাসনা নিয়ম মেনেই চলবে, চলতে থাকবে।

২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাস ছিল কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা কালচক্রে "উপবাসকাল/ প্রায়শ্চিত্তকাল এবং প্রভু যিশুর যাতনাভোগ স্মরণ ও কালভেরী পথে যাবার বাসনায় মগ্ন থাকার মহাক্ষণ। তাই আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিয়ে ভস্মবুধবার থেকে পুরো ৪০ দিবস ত্যাগ-তপস্যা ও আধ্যাত্মিক লব্ধের নিমিত্তে খ্রিস্টভক্তরা নেমেছিলেন যিশুর সাথে মরুভূমির পথ ধরে কালভেরী পর্বতের যাত্রী হওয়ার কঠিন তপস্যায়। এ যাত্রায় খ্রিস্টভক্তরা উপবাসের/তপস্যার পোষাক পরে মরুভূমিতে ৪০ দিবস দিবা-নিশি সাধনায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। শুরু হয়ে গিয়েছিল খ্রিস্টভক্তদের আধ্যত্মিকতা লাভের নিদ্রাহীন সাধনা, ধ্যান-ত্যাগ-তপস্যা। হায়, খ্রিস্টভক্তদের দুর্ভাগ্য, তপস্যার মাঝামাঝি সময়ে মরণব্যধি করোনাভাইরাস দেশ-ভূমিকে দুমড়ে-মুচড়ে ধেয়ে আসল সোনার বাংলা সবুজ ভূমিতে, সরল মানুষগুলোকে গ্রাস করার মানসে। থমকে দিল স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা, বিকল করে দিল ঈশ্বর-খোদাকে উপাসনার সচল নিয়ম-নীতি। করোনাভাইরাসকে ঠেকাবার জন্য রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর ধর্মগুরু পুণ্যপিতার নির্দেশ মেনে খ্রিস্টভক্তরা খুব সাহসে তপস্যা ও পুনরুত্থানকাল নিজ অবস্থানে সাপ্তাহিক ও রবিবাসরীয় উপাসনা চালিয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মপ্রদেশের, বিভিন্ন ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ কিভাবে পুণ্য সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো উদ্‌যাপন করেছেন, তা দেখার সুযোগ হয়নি, তবে ধর্মপল্লীর যাজকদের কাছে থেকে যা শুনেছি, তা সত্যিই কষ্টকর। তারপরেও তা সত্যই প্রশংসাযোগ্য, এই জন্য যে দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুণ্য কর্মক্রিয়া উদ্‌যাপনে কার্পন্যতা স্থান পায়নি। ক্রুশপথ এবং পুণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপনের বেলায় অদৃশ্য ভয় থাকলেও, ঈশ্বরের হাতে জীবন-আত্মা উৎসর্গ করে খ্রিস্টের যাতনাভোগের সঙ্গী হয়েছিলেন, যিশুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আসলে এটাই ধার্মিকতার জ্বলন্ত নমুনা ও জ্যান্ত আধ্যাত্মিক আদর্শ। দৃষ্টান্তসমৃদ্ধ আদর্শে কালভেরী পর্বতে খ্রিস্টভক্তরা যিশুর সঙ্গে মৃত্যুবরণে প্রত্যক্ষ যুক্ত হয়েছিলেন। যিশু ক্রুশকাঠে ঝুলন্ত দেহ থেকে রক্ত-জল বহিত করেছিলেন, বৃথায় যেতে দেয়নি এক ফোটাও। বিশ্বাসী খ্রিস্টভক্তগণ, দৃঢ়বিশ্বাসে ঈশ্বরের ভালবাসাকে প্রাণের কুঠোরে গ্রহণ করে, নিমগ্ন আত্মায় ধারণ করেছেন যে, যিশু মানুষের দেহ ও আত্মা, দুটোর জন্য রক্ত-জল ঝরিয়েছেন।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর গ্রামগুলোতে খ্রিস্টভক্তগণ নিজ নিজ গ্রামে ২/৩ পরিবার একত্রে ক্রুশপথ ও পুণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করেছেন। খ্রিস্টভক্তরা পুরোহিতদের কাছে জেনে নিয়েছিলেন গ্রামে-শহরে কোন পন্থায় সাপ্তাহিক উপাসনা যথা 'ক্রুশপথ, পুণ্য সপ্তাহ ও রবিবাসরীয় অনুষ্ঠান করবে। অতি সাহসের সাথে খ্রিস্টভক্তগণ বলেছে 'গির্জায় সমবেত হওয়া নিষেধ বিধায় বাড়ীতে বাড়ীতে উদ্‌যাপন করব, ঈশ্বর সহায় আছেন, সমস্যায় পড়ব না'। বিশ্বাস চর্চায় যাই ঘটুক তারা শহরে যেমন, গ্রামেও ঠিক সেভাবে পুণ্য দিবস ও রবিবাসরীয় দিবসগুলো পালন করেছেন। এই জন্য খ্রিস্টভক্তদের দৃঢ়বিশ্বাস চর্চাকে স্যালুট দিতে হবে। গ্রাম্য খ্রিস্টভক্তদের প্রায়শ ধর্মকর্ম পালনে দুর্বল, মন্তব্য করা হয়, কিন্তু না এই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকির মধ্যে খ্রিস্টীয় পরিবারে খ্রিস্টবিশ্বাস জ্বালিয়ে রেখেছে, তাই দেখা গেছে। পুনরুত্থানের পরবর্তি রবিবারগুলোতেও যথাযথ পালন করে যাচ্ছেন। করোনাভাইরাস এমন এক সময় বাংলাদেশে হানা দিয়েছে, যে সময় মানুষের আর্থিক টানাপোড়েন ছিল। এ কষ্ট ধারণ করে, অন্তত ধর্ম বিশ্বাস অবহেলা না করে, বরং করোনাভাইরাস থেকে কিভাবে বাঁচা যায়, তার জন্যে ঈশ্বরের শক্তি প্রার্থনা করেছেন। আবার সরকার ও মণ্ডলীর আদেশ মেনে জীবন-যাপন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিশেষভাবে গ্রাম্য খ্রিস্টভক্ত এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছেন কঠিন কষ্টের মধ্যে। ঈশ্বরের কৃপায় জিতেছেন স্বীকার করতে হবে। সংকটময় মুহূর্তে তারা নিজের ধর্মবিশ্বাস মজবুত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

খ্রিস্টভক্তরা জানেন ও বিশ্বাস করেন মণ্ডলীর আদেশ খ্রিস্টীয় সমাজ জীবন অর্থময় করার পরিপুরক ভিত্তি। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত না হতে হয়, সেই নির্দেশনা পুণ্যপিতা দিয়েছেন বিশ্বাসবাসীকে, সেটি আবার স্থানীয় বিশপগণ পত্রসমেত পরামর্শ দিয়েছেন খ্রিস্টভক্তদের, তারা যেন ঐ নির্দেশনা মেনে ধর্মানুষ্ঠান করেন। খ্রিস্টভক্তরা নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানিয়ে মনকষ্টহৃদে ধর্মকর্ম করেছেন। নিজেরা বুকের অসহনীয় কষ্ট ঈশ্বরকে দান করে, অন্য ভাই-মানুষকে ভাইরাস মুক্ত থাকার সাহস যুগিয়েছেন। কিন্তু অতি-উৎসাহী কিছু ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোকদের ধর্মপালনের কথা টেনে আনলেও মানবতাপ্রিয় খ্রিস্টভক্তরা ওই রকম মন্তব্য প্রত্যাখান করে, মণ্ডলী ও সরকারের নির্দেশের প্রতি সমর্থন রেখে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ভাইরাস মুক্ত হওয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আনুগত্য দেখে মনে এসেছে যিশুর সেই আমরবাণী,"তোমরা পরস্পরকে ভালইবাস.. সেবা কর..."। যিশুর নির্দেশনাটি সফল হয়েছে। পুণ্য সপ্তাহের পরে প্রতি রবিবারই বিশেষ প্রার্থনা

(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খ্রিস্টান সমাজের প্রধান হাতিয়ার প্রার্থনা

ব্রাদার অংকন পিটার

যারা খ্রিস্ট যিশুকে অনুসরণ করে, যারা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, যারা খ্রিস্টীয় বিধি নিষেধ মেনে জীবন-যাপন করে তারাই খ্রিস্টান। খ্রিস্টানগণ মূলত নীরব কর্মী। যাদের মধ্যে সততা, ভালবাসা, ত্যাগস্বীকার, মৃদ্যুময়তা, স্নেহ, পবিত্রতা, ন্যায্যতা, পরোপকারিতার মত অসংখ্য মূল্যবোধ নিহিত থাকে। খ্রিস্ট যিশু যেইভাবে অন্যের তরে ক্ষমা, ভালোবাসা ও সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েছেন ঠিক তেমনি খ্রিস্টানগণও চেষ্টা করেন সদাপ্রভুর ন্যায় হতে ও অবিরত তাঁকে অনুসরণ করতে। পবিত্র বাইবেলে বর্নিত আছে, আদিকালে খ্রিস্টানগণ একসাথে প্রার্থনা, রুটিছেঁড়া অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সভা-সমাবেশ করত যা তাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী ও খ্রিস্টকেন্দ্রিক করে তুলতো। যাই হোক একটি বাস্তব ঘটনা সহভাগিতা করা যাক:- একটি প্রত্যন্ত গ্রামে খ্রিস্টের অনুসারিদের কোন কমতি ছিল না। সেই গ্রাম বন্ধু যিশুর গ্রাম নামে পরিচিত ছিল এবং সবশুদ্ধ ২৪০ থেকে ২৫০ টি পরিবারের বসবাস ছিল। গ্রামটি ছিল প্রার্থনাপূর্ণ ও উপাসনাকেন্দ্রিক। ঐ গ্রামে ছোট একটি গির্জাঘর ছিল। পালক-পুরোহিত হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ফাদার রন। ফাদার গ্রামবাসীদের নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন কেননা তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ধর্মভীরু। প্রার্থনা ছিল তাদের প্রত্যেকের জীবন সঙ্গী। একদিন হল কি একজন আগন্তুক এসে জুটলো সেই গ্রামে। যার নাম শিরেন। যার সাথে ছিল বেশ কিছু লাগেজ। প্রভু যিশুর গ্রামের প্রধান অর্ঘ্য ছিলেন পেশায় ফাদারের সহকারী। তিনি শিরেনকে দেখার পর বললেন, কি হে ভাই এতগুলো লাগেজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? শিরেন বলল, আহা কোথাও না আপনাদের গ্রামেই এসেছি। অর্ঘ্য বলল, কিন্তু কেন? শিরেন বলল, আমার সাথে আছে কিছু অজানা তথ্যের রহস্য, যারা সেগুলো একবার ধরবে ও দেখবে তারাই আকৃষ্ট হবে। অর্ঘ্য শিরেনের কথায় কেমন যেন গলে গেল। সে বলল, কি সব আবোল তাবোল বলছেন, কই সেগুলো দেখান দেখি। শিরেন বলল, চলুন আগে একটু বসা যাক্। অনেক দূর থেকে এসেছি আর আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। অর্ঘ্য বলল, আসুন ঐ আমতলাতে গিয়ে বসি। তারপর অর্ঘ্য একগ্লাস পানি নিয়ে এসে শিরেনকে দিয়ে বলল, এই নিন পানি পান করুন। শিরেন গ্লাসটি নিয়ে ঢক-ঢক করে পানি পান করল। তারপর সে বলল, আহা, অমৃত, খুবই শান্তি পেলাম। তাহলে এবার শুনুন আমি এখানে কেন এসেছি। ঐ যে দেখছেন লাগেজগুলো ওখানে সবশুদ্ধ চারটি লাগেজ আছে এবং প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট নাম আছে। আমি লাগেজ গুলোর চারটি নাম দিয়েছি প্রথমটা "জি", দ্বিতীয়টা "সা", তৃতীয়টা "ফে", আর শেষটার নাম হল "হো"। আমি প্রত্যেকটিকে একত্রে ডাকি "জিসাফেহো"। অর্ঘ্য বলল, আপনি যে কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে একটু খুলে বলুন। অতঃপর শিরেন বলল, ওখানে যেই লাগেজগুলো আছে সেগুলো এই গ্রামের সবার জন্যে। সবাইকে আমি ভাগ বাটোয়ারা করে লাগেজগুলো দিব। তাই আপনি জলদি গ্রামের সবাইকে এখানে সমবেত করুন। অর্ঘ্য খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল লাগেজগুলো নেওয়ার জন্যে। তাই সে দৌড়ে গেল সবাইকে ডাকতে, সে জোরে জোরে বলতে লাগল, তোমরা কোথায় এসো জলদি, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে বিশেষ উপহার আছে। গ্রামবাসীরা মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অর্ঘ্যের সাথে শিরেনের সামনে এসে হাজির হল। অর্ঘ্য বলল, গ্রামবাসীরা সবাই এসেছে। শিরেন বলল, একটু অপেক্ষা করুন। মিনিট দুয়েক পর শিরেন বলল, প্রিয় গ্রামবাসী, আমি শিরেন। আমার পদচারণা সারা বিশ্বে, বিভিন্ন জায়গায় আমি গিয়েছি আর মানুষ আমাকে গ্রহণও করেছে। আজ আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমার বিশ্বাস আপনারাও আমাকে গ্রহণ করবেন। যাই হোক, ঐ দেখা যায় ওখানে চারটা লাগেজ আছে। আপনারা কি সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন? গ্রামবাসীরা বলল, হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওই লাগেজগুলো আমি আপনাদের জন্যে নিয়ে এসেছি। ঐ লাগেজগুলোকে আমি ডাকি "জিসাফেহো"। তাই আপনারাও ওগুলোকে "জিসাফেহো" বলে ডাকবেন। অর্ঘ্য বলল, এখন কি আমরা লাগেজগুলো নিব? শিরেন বলল, হ্যাঁ এখনই নিবেন কিন্তু লাগেজগুলো নেওয়ার পূর্বে কিছু কিছু দিক নির্দেশনা শুনে নিন। প্রথমেই মহিলারা যাবে তাদের পছন্দামত একটি লাগেজ নিয়ে এসে তারা একসাথে জড়ো হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়তে পুরুষেরা যাবে ও লাগেজ সংগ্রহ করে একসাথে দাঁড়াবে। তৃতীয়তে যুবকেরা যাবে আর শেষে যাবে যুবতীরা। আমি না বলা পর্যন্ত কেউই লাগেজগুলো খুলতে পারবে না। এখন আপনারা লাগেজগুলো সংগ্রহ করুন। মহিলারা গিয়ে "জি" নামের প্রথম লাগেজটা নিয়ে আসল। পুরুষেরা গিয়ে "সা" নামের দ্বিতীয় লাগেজটা নিয়ে আসল। যুবকেরা গিয়ে "ফে" নামের তৃতীয় লাগেজটা নিয়ে আসল আর শেষে যুবতীরা গিয়ে "হো" নামের লাগেজটা নিয়ে আসল। সবাই এখন খুবই উল্লাস করছে কেননা তারা লাগেজ পেয়েছে। অর্ঘ্য বলল, এখন কি আমরা লাগেজ গুলো খুলতে পারি? শিরেন বলল, হ্যাঁ কিন্তু লাগেজগুলো সবাইকে একসাথে খুলতে হবে। সবাই লাগেজগুলো খুলল। মহিলারা দেখতে পেল লাগেজের ভিতর একটা স্ক্রিন যেখানে লেখা ছিল জি বাংলা। পুরুষেরাও দেখতে পেল লাগেজের ভিতর একটা স্ক্রিন যেখানে লেখা ছিল স্টার জলসা। যুবকেরা লাগেজ খুলে পেল অসংখ্য মোবাইল ফোন যেখানে লেখা ছিল শুধুমাত্র ফেইসবুক ব্যবহারের জন্য আর যুবতীরাও লাগেজ খুলে পেল মোবাইল ফোন যেখানে লেখা ছিল শুধুমাত্র হোয়াটস্ অ্যাপ ব্যবহারের জন্য। গ্রামবাসীরা তো বেজায় খুশি। গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা নির্দিষ্ট যায়গায় স্ক্রিন সেট করল যেন তারা সবাই সিরিয়াল দেখতে পারে। যুবক ও যুবতিরা যার যার মোবাইল সংগ্রহ করে বাড়ি চলে গেল। তারপর শিরেন গ্রাম থেকে অন্যত্র চলে গেল। এখন গ্রামবাসীরা যে যার উপহার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তারা নিজেদের মত সেগুলো ব্যবহার করছে। পর্যায়ক্রমে তারা দিনের বেশির ভাগ সময় সেগুলো ব্যবহারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরেছে। যুবক-যুবতীরা এমনই আসক্ত হয়ে পরেছে যে যদি তারা ফেইসবুক-হোয়াটস্ অ্যাপ ব্যবহার না করে তবে তারা মারা যাবে এমনও কথা বলাবলি হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলাদের নাকি সিরিয়াল না দেখলে দিনের ভাত হজম হয় না, রাতে ভাল ঘুম হয় না। এগুলোকে তারা মিসা-প্রার্থনার চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করেছে। প্রতিদিনই তারা চরম মাত্রায় আসক্ত হচ্ছে। এভাবে তারা প্রার্থনার চেয়ে স্যোশাল মিডিয়াকে বেশি মূল্যবান মনে করেছে। তারা জীবন থেকে প্রার্থনা বাদ দিয়ে দিল। গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দিল। অবশেষে তারা নাস্তিকতাবাদে উদ্ভাসিত হল। এভাবে প্রভু যিশুর গ্রাম নাস্তিকদের গ্রামে পরিণত হল। আর শেষে তা ধ্বংসই হল॥ ❑

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি' কস্তা আরএনডিএম

"মৃত্যুই অমৃতকে প্রকাশ করে"। তিনি অনন্তের সাথে মিশে আছেন চির অম্লান হয়ে।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তার চির বিদায়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তার এ মহাযাত্রা যবনিকা টেনেছে শুধুমাত্র তার আকার বিকারে কিন্তু যে সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন তা এই বিশ্বভুবনে আলোড়িত হবে যুগে যুগে।

আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তা ছিলেন প্রার্থনাশীল, ধ্যানী, নম্র, মৃদুভাষী ও দীর্ঘালাপী। আমার জানামতে তিনি আলাপচারিতার মাধ্যমে অনেকের জীবন সম্বন্ধে জেনে তাদের জীবন লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করেছেন।

আদিবাসী ও দুঃখীজনদের প্রতি তিনি ছিলেন অতি দয়ালু। তাদের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে ছিলেন তৎপর। বাংলাদেশের সুদুর উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে তাঁর দয়া ও ভালোবাসার কৃতজ্ঞতা আজো স্মরণ করে দিনাজপুর ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। তার মুখে ছিল সর্বদাই মৃদু হাসি যার মাধ্যমে তিনি অসুস্থ, বৃদ্ধ, যুবক যুবতীদের কাছে টেনে নিয়েছেন এবং জীবনগঠনে সঠিক নির্দেশনা দান করেছেন। খ্রিস্টবাণী প্রচার ও সাক্ষ্যবহনে তার ছিল প্রচণ্ড একাগ্রতা, ফলে তিনি প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচুর সময় ব্যয় করে জনগণের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাদের উন্নয়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করেছেন।

মহামান্য আর্চবিশপ মজেস কস্তা নোয়াখালীর লক্ষীপুরে খ্রিস্টভক্তদের ও স্থানীয় জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেবাযত্ন ও শিক্ষাদানের জন্য ২০১৭ খ্রিস্টবর্ষে আরএনডিএম সিস্টারদের নিমন্ত্রণ জানান এবং কন্‌ভেন্ট ও স্কুল স্থাপন করে এর পরিচালনার দায়িত্বভার সিস্টারদের দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা দান করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্মাণকার্যে তার শৈল্পিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। আরএনডিএম সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত চট্টগ্রামের সেন্ট স্কলাস্টিকা'স স্কুল ও কলেজের সার্বিক মঙ্গল কামনা ও সহযোগিতা দান করেছেন। সেন্ট পিটার'স অর্‌ফানেজ ও সেন্ট বেনেডিক্ট শিশু আশ্রমের ছেলেমেয়েদের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি অতি ব্যস্ততার মাঝেও সিস্টারদের জন্য চ্যাপেলে নিয়মিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন। আরএনডিএম সিস্টারদের গঠনগৃহের প্রতি তিনি যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন এবং যে কোন প্রয়োজনে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

এই মহান ধর্মগুরু তার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্মযজ্ঞ সমাপন করে শাশ্বত কালের মহাযজ্ঞে একাকার হয়ে পূর্ণতায় মিশে গেলেন। কবিগুরুর ভাষায়, "আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে।" এই চেতনায় প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তা তার যাজকীয় ও বিশপীয় "বৈরাগ্য সাধনায় আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, পবিত্র হয়ে নির্বিকারের সাথে এক হয়েছেন"। নিভৃতে নীরবে তিনি নিজের মধ্যে মুক্তি লাভ করেছেন। সাধু পৌলের কথামতে, তিনি দৌড় সমাপ্ত করেছেন এবং জয়ী হয়ে পুরস্কার লাভ করেছেন। ঈশ্বর এবং তার মধ্যে নেই আর কোন ছেদ, সমস্তটাই শুধুই ঈশ্বরময়। তার স্বর্গীয় আর্শীবাদ কামনা করি॥ ❑

করোনাভাইরাসের আগ্রাসনের...

(৫ পৃষ্ঠার পর)

আয়োজন করেছেন যেন মানব জীবন থেকে মরণব্যধি করোনাভাইরাস নির্মূল হোক, মানব জীবনে জন্ম নিক সুখ-সমৃদ্ধ। উপরন্তু খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রেখেছেন করোনাভাইরাসে পরলোকগত ভাই-বোন ও কর্মীদের আত্মার শান্তি লাভের জন্য, চেয়েছেন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মানসিক সান্ত্বনা।

সমাপ্তিমূলক কথা হ'ল, খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ধর্মপালনের করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে দূরন্ত যুদ্ধে নেমে অন্যরকম প্রতিবাদ করেছেন অর্থাৎ তারা যাজকদের সহযোগিতায় গ্রামে-শহরে ঈশ্বর-উপাসনা করার সাহস পেয়েছেন। চ্যালেঞ্জের মুখে দৃঢ়চিত্তে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ধর্ম চর্চা করেছেন। সাহসী এই কাজে গঠনমুলক দায়িত্ব পালন করেছেন প্রার্থনা পরিচালক, যিনি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পাষ্টার/পালক এবং বাড়ীর অভিভাবক। তিনি সকলকেই ক্ষুদ্রদলে ঈশ্বর উপাসনায় সহযোগিতা দিয়েছেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তার সহযোগিতায় আস্থা রেখে 'ক্রুশপথ' পুণ্য সপ্তাহ ও রবিবাসরীয় উপাসনা দলে দলে উদ্‌যাপন করেছেন। এভাবেই খ্রিস্টভক্তদের কাছে মণ্ডলীর নির্দেশনা ও উপাসনা হয়েছে মানুষকে বাঁচাবার মুখ্য পথ। খ্রিস্টযিশু শিষ্যদের বলেছিলেন 'পারস্পরকে ভালবাসতে', খ্রিস্টবিশ্বীরা ঐ ভালবাসা ধরে যিশুর আর্শ্চয্যমূলক উক্তি, 'মানুষ বেঁচেই থাকুক', তা সত্য করেছেন খ্রিস্টবিশ্বাসীরা॥ ❑

ছবিটা ওনাকে গিফ্‌ট করার ইচ্ছা হয়েছিলো অনেকদিন আগে

তিভান এম হিলারি

এখন রাত প্রায় ১২.৩০। কিছুক্ষণ আগে আঁকা শেষ করেছি ছবিটি। আর সেই হিসাব অনুযায়ী গতকাল আর্চবিশপ মহোদয় চলে গেছেন। আজকে (১৪ জুলাই) তিনি শায়িত হবেন মাটির নীচে। আমি কেউ মারা গেলে ফেসবুকে শোক জানিয়ে তেমন কিছু দেই না। পোস্ট তো আর মৃত মানুষটি দেখবেন না। তবে কখনো কখনো এতটা খারাপ লাগে যে কষ্ট বা শোকটা ভাগ করতে হয়। একা ধরে রাখা যায় না। আজকের শোকটা এরকম। তবে কি অন্যদের বেলায় খারাপ কম লাগে? হ্যাঁ কমই লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার তেমন কিছু যায় আসে না। আর যায় আসাটাই অস্বাভাবিক। কেউ মারা গেলে, মৃত ব্যক্তির হুট করে কিছু আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী গজায়। তারা মৃতের স্মৃতিচারণ করে এই প্রমাণ করে যে, এই মৃত আমাকে বিশেষ ভালোবাসতেন। তবে আমিও তা করি মনে হয় মাঝে মাঝে। সাধারণ মানুষ তো!

তিভান এম হিলারি'র স্কেচে আর্চবিশপ মজেস কস্তা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক আগে আমাদের চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ছিলেন। পরে হুট করে চলে গেলেন ঢাকায় ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে। আর বিশপ মজেস আসলেন আমাদের চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে। আর্চবিশপ মোজেস যখন প্রথম চট্টগ্রামে বিশপ হয়ে আসেন, তখন আমার দশ বছরও হয়নি বোধহয়। আর অনুষ্ঠানের দিন পিচ্চি আমি উপাসনায় সেবক হয়েছিলাম আর বিকেলে অ্যাকশান সং এ নেচেছিলাম বলে মনে পড়ে। এরপর থেকে তাঁকে দেখে আসছি। বরিশাল ডায়োসিস হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা হওয়া, চট্টগ্রামের আর্চডায়োসিস হওয়া, উনার অধিষ্ঠান সব চোখের সামনে হয়েছে। গির্জায় নিয়মিত ছিলাম বলে ও কিছু বিশেষ কারণে তিনি আমাকে চিনতেন ও বেশ স্নেহও করতেন। তিনি যে কতবার আমাকে উপাসনায় ধুপারতি দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা হিসাব করা যাবে না। অনেক বকাও খেয়েছি। উপাসনার পদ্ধতি ও নিয়ম কানুনে তিনি খুব কড়া ছিলেন। বলতে মজাই লাগে যে, তিনি উপাসনা পরিচালনা করবেন জানলে ফাদার, সেবক ও অন্যান্য সবাই বেশ ভয়ে-ভয়ে থাকতেন। ওই সময়ে ভুল হলে কাউকে ছাড় দিতেন না। ভুল করার জন্য বকা ভালোই খেয়েছি। ভালোও লাগতো।

আমাদের বাসায় এসেছেন প্রায় তিনবার। আমার সাথে বেশ অধিকার নিয়ে কথা বলতেন। যা এক পর্যায়ে গিয়ে বেশ বিরক্তও করতো আমাকে। তাও গুরু তো এখন গির্জায় গেলে সেসব, আরো সব, কত কত বকা, কত প্রস-ংশা, কত স্নেহ, কত ভালোবাসা, কত অধিকার, কত ভয় আরো কত কিছু মনে পড়বে। চট্টগ্রামের মানুষের কাছে উনি মানসিকভাবে বেশ কষ্ট পেয়েছেন এই কথা বলতে ভয় নেই। তাও এনার মতো দৃঢ় ও শক্ত মনোবল সম্পন্ন এবং বিশ্বাসে পরিপক্ক মানুষ বেশি দেখিনি। দেখবোও না হয়তো। ছোট আর কম সময়ের এই জীবনে দেখা অনেক মানুষকে আমি ভুলে যাবো। এই মানুষটিকে ভুলবো না।

ছবিটার কথা বলি। এটা ওনাকে গিফ্‌ট করার ইচ্ছা হয়েছিলো অনেকদিন আগে। ওপরে কোন এক তলার এক মাতোব্বর টাইপ আন্টি ভুল করে ভালো একটি আইডিয়া দিয়েছিলেন। আউটলাইন করে ফেলে রেখেছিলাম দুইমাস। আজকে বের করে শেষ করলাম। গিফ্‌ট তো দেওয়া হবে না। এটা না হয় আমার ঘরেই থাক। রঙীন ছবিতে আমি বেশ কাঁচা। ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন সবাই। পরিবারে সবাইকে ভালো রাখবেন, ভালো থাকবেন॥ ❑

করোনা ভাইরাস

সিস্টার মারীয়াঞ্জেলা কস্তা এসসি

সবার মুখে একটি নাম
করোনা ভাইরাস
সে ওলট পালট করল সব
বিশ্বে আনল ত্রাস।
চীন দেশে উহান শহরে
তার নাকি জন্ম
মানুষের জীবন নেওয়াই
তার নাকি কর্ম।
নেই তার হাত পা
নেই তার দেহ
তবুও তাকে ধ্বংস করতে
পারছে নাতো কেহ।
মানুষের দেহে বাসা বেঁধে
থাকে সে গোপনে
কুঁড়ে কুঁড়ে খায় দেহখানি
জীবন শেষ হয় মরণে।
বাহিরে গেলে নাক মুখ
রাখতে হয় ঢেকে
মুক্ত থাকতে যম দূত
করোনার হাত থেকে।
এত ক্ষুদ্র ভাইরাস সে
কি যে তার শক্তি
যে পড়েছে তার খপ্পরে
তার যে নাই মুক্তি।
বিশ্ব এখন তার দখলে
অবাধ তার বিচরণ
মানুষ থাকে সদা ভয়ে
চিন্তায় মগ্ন সারাক্ষণ।
বিশ্বকে সে করেছে এবার
প্রায় অচল অবস্থা
আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছে
দেশ বিদেশে যোগাযোগ বন্ধ
তার আর্বিভাবে
কত মানুষ চাকুরি হারাল
এরা বাঁচবে কিভাবে।
বন্ধ সব দোকান পাট
ও ব্যবসা বানিজ্য
চারিদিকে এমন অবস্থা
কি করে হয় সহ্য।
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়
সবই হল বন্ধ
ছাত্র ছাত্রী ও পিতামাতাগনের
জীবন হারাল ছন্দ।
দিন মজুরদের কত কষ্ট
নাহি কোন উপায়
কিভাবে বাঁচবে তারা
যারা দিন আনে দিন খায়।
করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা
বাড়ছে প্রতি ঘন্টায়
মৃত্যুর হারও তেমনি বাড়ছে
খবরে তা জানা যায়।
করোনার শক্তির কাছে
গোলা বারুদ ও হেরে গেল
সারা বিশ্বের মানুষ এবার
নতুন চেতনা পেল।
করোনা কিন্তু শিক্ষা দিল
ঘরে একসঙ্গে থাকতে
আরও শিক্ষা দিল সে
হাত পরিস্কার রাখতে।
কেমনে হবে তার ব্যবস্থা।

মৃন্ময় পাত্রে চির শায়িত ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু)

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু, ১৯৫১-২০২০) গত ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রাত ৮:৫০ মিনিটে শারীরিক অসুস্থ্যতা জনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী বিশপ হাউজে পরলোকগমন করেন। ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণী ধর্মপল্লীতে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর ৮ মাস ১০ দিন। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন! সাধু পৌলের ভাষায়: "আসলে আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচেও থাকি না, কেউ নিজের জন্যে মরেও যাই না। যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যেই বাঁচি; আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যেই মরি। সুতরাং বাঁচি বা মরি, যে-ভাবেই থাকি না কেন, আমরা প্রভুরই" *(রামীয় ১৪:৭-৮)*। মহাপ্রয়াণে শায়িত ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য উপস্থাপন করছি।

ফাদার জয়গুরুর জন্ম ৩ নভেম্বর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর বাশবাড়ি গ্রামে তালটিহির বড় বাড়ি নামক এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি ৫ বছর বয়সে পিতা-মাতার সাথে বোর্ণী ধর্মপল্লীর প্রিয়বাগ গ্রামে আগমন করেন। তার পরিবার সেখানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। তার লেখাপড়ার হতেখড়ি বোর্ণী ধর্মপল্লীর সেন্ট মেরীস্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ম শ্রেণীতে উঠে তিনি দিনাজপুর সেন্ট যোসেফস্ মাইনর সেমিনারীতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস্ হাইস্কুলের বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নটর ডেম কলেজ, ঢাকা থেকে আইএসসি পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে তিনি বিএসসি পাশ করেন ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

মেজর সেমিনারীয়ান হিসেবে তিনি প্রথম এক বছর ম্যাথিস হাউজে অবস্থান করেন এবং এরপরে বনানী ন্যাশনাল মেজর সেমিনারীতে যাজকীয় অধ্যয়ন শেষে ৩ জানুয়ারি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে নিজ ধর্মপল্লী বোর্ণীতে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। যাজকীয় অভিষেকের পর তার পালকীয় সেবাকাজের যাত্রা শুরু হয় বনপাড়া ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল-পুরোহিত হিসেবে। এছাড়া তিনি মারীয়ামপুর ও বেনীদুয়ার (২ বার) ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল-পুরোহিত হিসেবে সেবাকাজ করেন। পাল-পুরোহিত হিসেবে তিনি পালকীয় সেবাকাজ করেন আন্ধারকোঠা, মথুরাপুর ও রহনপুর ধর্মপল্লীতে। তিনি বনপাড়া সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পল সেমিনারীতে আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবে ২ বছর সেবাদায়িত্ব পালন করেন।

প্রয়াত ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয় গুরু)

ফিলিপাইনের আতেনেও দি ম্যানিলা ইউনিভার্সিটিতে তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোন করে পালকীয় ঐশতত্ত্বে ম্যাজিষ্ট্রাতুম আর্তিউম মাস্টারস্ ডিগ্রি লাভ করেন। ফাদার জয়গুরু যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী (১৯৮২-২০০৭) উদ্‌যাপন করেন ৩ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে।

ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাকাজের পাশাপাশি তিনি কাটেখ্রিস্ট ডিরেক্টর, যুব পরিচালক, আরডিপিএফ পরিচালক, বিশপ মহোদয়ের কাউন্সেলর, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী সমন্বয়কারী, এসভিপি'র আধ্যাত্মিক পরিচালক, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ ফেসিলিটেটর এবং ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় টিমের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বভাবের দিক থেকে ফাদার জয়গুরু ছিলেন উদার চিন্তার মানুষ। মানুষ, বিশ্ব-প্রকৃতি, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতেন এবং সাপ্তাহিক প্রতিবেশীসহ বিবিধ পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বন্ধুবৎসল ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের বন্ধু ও প্রিয়জন। 'জয়গুরু' যিশুর নাম সাধনা ছিল তার ধ্যানে ও জ্ঞানে।

জীবন সাধনায় জনপদের পথিক, গুরুপ্রেমী ও উদার আনন্দের গুরু সাধক ফাদার পৌল ডি'রোজারিও ওরফে জয়গুরু ব্যক্তি জীবনে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হলেও তার ব্যক্তি সত্তা সাহিত্য রসে ভরপুর। কবিতা, কথা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, কলামসহ সাহিত্যের নানা শাখায় ছিল তার অবাধ বিচরণ। তার রচিত ও প্রকাশিত বইগুলো হলো: মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ (১৯৯৯), জয়গুরু *(১৫ আগষ্ট ২০০৩)*, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক *(১৮ ডিসেম্বর ২০০৩)*, স্পন্দিত হৃদয়ের বন্দিত কাহিনী *(৩ জানুয়ারি ২০০৭)*, ছন্দে পদে জীবন চেতনা *(৭ অক্টোবর ২০১০)*, উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের (আসিপা) ইতিবৃত্ত *(৭ অক্টোবর ২০১০)*, মৃন্ময় পাত্র - বিবর্ণ কাহিনী *(৩ জুন ২০১৬)* এবং গুরু সাধনা: সুরে গানে *(১৯ মার্চ ২০২০)*।

৩৮ বছরের যাজকীয় জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি কাজ করেছেন ধর্মপল্লীর পালক ও সহকারী পালকরূপে। বলা যায় যে, তিনি একজন সফল পালক। তার মেধা, মনন, বোধ, বিশ্বাসে ও খ্রিস্ট চেতনায় জয়গুরু বার বার উঁকি মেরেছে তার জীবন সাধনায় তথা তার চলনে-বলনে।

জীবনের পড়ন্ত বিকেলে নানাবিধ শারিরিক অসুবিধাকে ডিঙিয়ে ফাদার জয়গুরু সঙ্গীত সাধনায় গভীরভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তারই রচিত 'গুরু সাধনা: সুরে গানে' নামক সঙ্গীত সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে এই তো তার মৃত্যুর মাত্র ২০/২৫ দিন আগে। বইটি হাতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

ফাদার জয়গুরুর সঙ্গীত সাধনার শুরু হয় যখন তিনি মেজর সেমিনারীর ছাত্র তখন থেকেই। সময়ের প্রয়োজনে ও নানা উৎসব-উপলক্ষ্যকে ঘিরে তার রচিত বেশ কয়েকটি গান গোটা বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ও পরিচিত। তার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গান হল:

১. জীবন যদি দিলে প্রভু শক্তি দাও গো তবে ...;

২. তব আশিস দানে ধন্য করো ...;
৩. নতুন সাজে মোরে দাও সাজিয়ে ...;
৪. ক্রুশ কাঁধে জীবন পথে আমিও প্রভু যাবো সাথে ...;
৫. প্রভুর অন্তিম ভোজের স্মরণে, নতুন নিয়মের সন্ধি ক্ষণে ...;
৬. পূজার বেদীতে দাও গো তুলে ...;
৭. আমি নিজেকে উজার করে তাঁকে ভালোবাসবো ...;
৮. এই জীবন তো সহভাগিতার ...;
৯. এসো এসো হে রাজা রাজাধিরাজ ...;
১০. কত স্বাদ তোমার প্রসাদ ....;
১১. চোখের তারা প্রভু ...;
১২. জীবন সুন্দর প্রভু তব ...; মধুর এই জয়ন্তী, প্রেমের এই জয়ন্তী ...

ফাদার জয়গুরুর রচিত গান ও লেখাগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক ও মনোজগতের তৃষ্ণা মেটায়। তার সমগ্র জীবন সত্তা চারণ বাউল ও কবির মতো। তার অফুরান্ত ভাবসম্ভার থেকে আমাদের জন্য তিনি অনেক কিছুই রেখে গিয়েছেন। খ্রিস্টভক্তদের হৃদয়ে তিনি একজন জনদরদী পালক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর ভাই পুরোহিতদের কাছে তিনি একজন সদা হাস্যরসিক, সহজ, সরল, বিনম্র ও আদর্শ বন্ধু হিসেবে সবার আদর্শ হয়ে থাকবেন।

অসুস্থতা ও চিকিৎসা

* গত মার্চ (২০২০ খ্রিস্টাব্দ) মাসের মাঝামাঝি হতে তাঁর শরীর দূর্বল হতে থাকে এবং পরপর দু'বার স্ট্রোক করেন।
* গত মার্চ (২০২০ খ্রিস্টাব্দ) মাসের ২০ তারিখে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয় এবং গুলশানের কিওর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
* তার মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়ে এবং পরবর্তীতে তা ক্যান্সারে রূপ নেয়। এছাড়া তার হার্টে ব্লক পাওয়া যায় এবং তার ডাইবেটিসও ছিল অনেক বেশি মাত্রায়।
* তার মস্তিষ্কের টিউমার অপারেশন করা হয় ঢাকার এ্যাপোলো হাসপাতালে এবং ক্যান্সারের রেডিও থেরাপি দেয়া হয় ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে।
* সর্বপ্রকার চিকিৎসা করা হলেও তার অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যেতে থাকে।
* ঢাকায় চিকিৎসা শেষ হলে ডাক্তারগণের পরামর্শে গত ২৬ জুন (২০২০ খ্রিস্টাব্দ) তাকে রাজশাহী ফিরিয়ে আনা হয় এবং রাজশাহী ম্যাডিক্যালে রেখে চিকিৎসা চলতে থাকে।
* গত ০৯ জুলাই (২০২০ খ্রিস্টাব্দ) রাজশাহী ম্যাডিক্যাল থেকে তাকে রাজশাহী বিশপ হাউজে এনে সেবাযত্ন করা হয়।
* পরিশেষে গত ১৩ জুলাই (২০২০ খ্রিস্টাব্দ) রাত ৮:৫০ মিনিটে তিনি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পরলোকে স্বর্গীয় পিতার শান্তির রাজ্যে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, তার অসুস্থ্যতাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক তার পাশে থেকে তাকে বিশেষ সেবা যত্ন করেন সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর সন্তান পরিমল হেম্ব্রম।

পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত সেবক ফাদার জয়গুরুকে অনন্ত বিশ্রাম দান করুন। পরিশেষে, ঋষি যোবের উক্তিই হোক আমাদের পরম সান্ত্বনা: "আমি তো নগ্ন হয়েই মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, আবার নগ্ন হয়েই ফিরে যাব আমি। ভগবান নিজেই দিয়েছিলেন, ভগবান নিজেই ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য ধন্য ভগবানের নাম!" *(যোব ১:২১)*। হে প্রভু, তাঁহাকে অনন্ত বিশ্রাম প্রদান করো! ❑

মায়ের কোল

পদ্মা সরদার

আমার নেই তো তুমি
দুরের তারার মাঝে কখন
হারিয়ে গেলে বুঝি
আমি তোমার কোল টা খুজি।
কখনো নিরব কোন রাতে
ঘুমের মাঝে
তোমায় কোন স্বপ্নে খুঁজে মরি
হঠাৎ চমকে উঠি
মা বলে মন হয় যে ব্যাকুল
তোমার কোল টা খুঁজি।
কখনো জ্যোৎস্না রাতে
জোনাকিপোকা জ্বলে
ব্যাঙের ডাকে আতকে উঠি আমি
আগের মতো এখনো যে তোমার
কোল টা খুঁজি
দেখিনা তোমায় শয্যা পাশে
তুমি হারিয়ে গেছো বুঝি!
এখনো কষ্ট পেলে,
বিছানায় লেপটে থাকি চাদরের তলে
চোখ দুটো ভেজায় ভিষন জলে,
এখন আর মোছায় না কেউ উষ্ণ
হাতের তলে।

জোনাইল খ্রিস্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

ডাকঘর : জোনাইল, উপজেলা : বড়াইগ্রাম, জেলা : নাটোর, বাংলাদেশ,
রেজি: নং ৭০/৬৮, সংশোধিত রেজি: নং ০২/০৬, মোবাইল : ০১৭১২-৪৬৯৮৯৮

সুত্র নং JCACCUL/Sc/(009) ২০২০-২০২১ তারিখ : ২০/০৭/২০২০ খ্রি:

নির্বাচন সংক্রান্ত বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা জোনাইল খ্রিস্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের সদয় আবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৫/০৯/২০২০ খ্রি: রোজ শুক্রবার ব্যবস্থাপনা কমিটি , ঋণ কমিটি ও পর্যবেক্ষণ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সদস্য/সদস্যাদের সরাসরি গোপন ভোটের মাধ্যমে ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী, ১জন ম্যানেজার, ১জন ট্রেজারার ও ৭জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ৫ সদস্য বিশিষ্ট ঋণ কমিটি (১জন চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী ও বাকী ৩জন সদস্য) ও ৩সদস্য বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি (১জন চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী ও ১জন সদস্য) নির্বাচিত করা হবে। উল্লেখিত নির্বাচন ফা: এ. কাস্তন মিলনায়তন প্রাঙ্গণে সকল ৯ ঘটিকা হতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অত্র অফিস থেকে সংগ্রহ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

(সেবাষ্টিন গমেজ)
সভাপতি, অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি
জোনাইল খ্রিস্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

বিজ্ঞ/১১১/২০

করোনা তুমি কেন এসেছো

সাথী মারীয়া কস্তা

আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হতে হয়। বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি মাঝে মাঝে। ইচ্ছে হয় পিছনে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করি। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর নিজের সাদৃশ্যে ভালবাসার মাধুরীতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে আমরা যেন তাঁর ভালবাসার সন্তান হয়ে উঠি ও তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেই।

বর্তমান সময়ের চেয়ে অতীতে ধরিত্রীর প্রতি মানুষ ছিল অনেক যত্নশীল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে ভাটা পড়েছে। মানুষের নিষ্ঠুর আচরণে প্রকৃতি তার আসল রূপ-লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতির উপর মানুষ তার ধ্বংস লীলা চালিয়েছে। স্বার্থপর হয়ে নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিজের মত করে ব্যবহার করেছে। অথচ এই প্রকৃতিই মানুষের কল্যাণে নিজেকে উজার করে দান করেছে কত কিছু। আজ চারিদিকে শুনা যায় প্রকৃতির কান্না ও প্রার্থনা, "ঈশ্বর তুমি কোথায়? আমাদের রক্ষা কর। আমরা যে শেষ হয়ে যাচ্ছি।" মনে হয় প্রকৃতির প্রার্থনা ঈশ্বর শুনতে পেয়েছেন। যার কারণে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন তার বিস্তার লাভ ঘটছে। এই করোনার কারণেই প্রকৃতি আজ ফিরে পেয়েছে নতুন প্রাণ, বেঁচে থাকার শক্তি। করোনার ফলে প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য, সবুজে সবুজে ভরে উঠেছে গাছ-পালা, বাতাসে খুশির মাতোয়ারা, পাখি সব আনন্দে পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। নদীর মাছগুলো আর্বজনা মুক্ত পানিতে খেলা করছে। প্রাণভরে তারা নিশ্বাস নিতে পারছে। সত্যি প্রকৃতি আজ তার পুরানো যৌবন ও প্রাণের জোয়ার ফিরে পেয়েছে। মানুষকে ঘর বন্দি করে প্রকৃতি করছে আনন্দ-উল্লাস, ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা।

ঈশ্বর ঠিকই মানুষকে ক্ষমা করেন। কিন্তু প্রকৃতি কখনো কাউকে ক্ষমা করে না। তা-ই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতির প্রতি আমরা যে অন্যায় আচরণগুলো করেছি সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে। ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের ভালবাসেন। করোনাভাইরাসে এই মহামারী থেকে তিনি আমাদের অবশ্যই রক্ষা করবেন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি আমাদের আচরণ হতে হবে সহানুভূতিশীল। তাই এসো আমরা প্রকৃতিকে বলি–

প্রকৃতি তুমি আমার আর
আমি তোমার,
আমরা দু'জনেই তো
ঈশ্বরের সৃষ্টি
তাই এসো না দু'জনকে ভালোবেসে,
সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি।

যে প্রকৃতি আমাদের ভালোর জন্যে নিজেকে নিঃস্বার্থ ও শর্তহীনভাবে উদারভাবে দান করছে সেই প্রকৃতিকে ভালবাসি ও যত্ন নেই। তাই কবির ভাষায় বলি–

হে ঈশ্বর তুমি ধন্য
তোমার সৃষ্টির জন্যে
আর আমি ধন্য
তোমার এই সুন্দর ধরণীতে আসতে পেরে
এবং তোমার এই অপূর্ব সৃষ্টিকে দেখতে পেরে। ❑

সিস্টার আগষ্টা

মিল্টন রোজারিও

আমাদের একজন সিস্টার আগষ্টা চাই
হাসনাবাদ ডন-বস্কো স্কুলে, একজন
সিস্টার আগষ্টা দরকার।
এমন কেউ কি নাই
যে তার মত শিশু ছেলেদের মন কেড়ে নেবে।
ছোট্ট কোমলমতি শিশুকে যে, এখন থেকে
বলবে শিশু যিশুর কথা,
বলবে তাকে সেবার কথা,
যে শিশুর ভিতর অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে জেগে
আগামী দিনের ফাদার হওয়ার উন্মাদনার ব্যথা।
আছে কি এমন সিস্টার আগষ্টা ঐ আঠারোগ্রামের
কোন মিশনে জাগ্রত আজ! কিংবা যদি আসে,
জাগাতে পারবে কি আঠারোগ্রামের সেই নামের
ঐতিহ্যকে। যেখানে দেশের প্রথম ফাদার বিশপদের নাম
এখনও স্বর্ণ অক্ষরে ভাসে।
কেন সিস্টার আগষ্টাকেই দরকার, বাকীরা কী,
কি চায় এই বিশৃঙ্খলা পূর্ণ বসবাসের সমাজ
যেখানে ধর্ম আজ পরবাসে উচ্চ শিক্ষার কাছে,
সময় নাই সময়, নাই শিশুদের নিয়ে শত কাজ
কোথা থেকে কোথা দিয়ে সময় যায় তার পাছে।
সহজ সরল কচি প্রাণ পায় না জানিতে যিশুকে,
কোথা থেকে দেখবে সে ফাদার হবার স্বপ্নকে!
ঘরে মা ব্যস্ত মোবাইলে কিংবা জি-টিভির পর্দায়,
পিতা তার আরো ব্যস্ত লোকে খুঁজে কই বড়দায়
ঘরে নাই ঠিক মত ধর্মের চর্চা, দায়
সারা প্রার্থনা নামকোয়াস্তে, না খেয়ে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ছে,
শিখবে কখন প্রার্থনা। আগের মত সবাই কি আর
এক সাথে ঘরে বসে একটু ধ্যান প্রার্থনা করে!
সব আধুনিকতার নামে তথাগত শিক্ষিত নারী
যে নারী পারে না দিতে একটি শিক্ষিত সমাজ,
যে নারী পারে না দিতে একজন পুরোহিতকে
কি লাভ এই দাম্ভিকতা দেখিয়ে রাজ্যের কাজ!
হাজার লক্ষ মেষ আছে মাঠে নেই সেই পালক
তবে মেষেরা তো গরু ছাগলের পালে যাবেই,
কে রুখবে তাদের যাদের নেই ঠিক ঠিক চালক
বন্য প্রাণীরা তো তাদের আয়াস করে খাবেই।
এখনও সময় আছে, যে মেষরা পালকের অভাবে
আজ বিপথগামী, অর্থ নয় যোগ্য পাত্রের জন্য,
তাদের ফেরাবার কাজ সবার।
হোচট তারা খাবে
এবং খাচ্ছে অহরহ কারণ ওরা মানুষ নয় বন্য।

একজন সিস্টার আগষ্টা চাই, যে গড়বে নতুন করে ডন-
বস্কোর সব শিশুদের এক নতুন আহ্বানে,
আঠারোগ্রামে আবার আসবে প্রাণ নবজাগরণে
ভরে উঠবে পুরোহিত শিক্ষিত সচেতন
মায়েদের অবদানে।

সোনাদিঘি

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

গানটি মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে বহুদূরে। হারুমাঝির গান। একনাগারে অনেকক্ষণ ধরেই গানটি গেয়ে চলছে হারুমাঝি, 'নাইয়ারে, নায়ের বাদাম তুইল্লা/ কোন দেশে যাও চইল্লা... ।' পড়ন্ত বিকেল। শান্ত নদীতে শীতল বাতাস প্রবাহমান। সোনাদিঘি নদী। নদীর বুক চিরে পাখিরা রব তুলে নীড়ে ফিরছে। কানীবক, ইচাবক, গাংচিল, ভুবনচিল, পানকৌড়ি, ডাহুক, বালিহাঁস...। নাম নাজানা আরো নানা পদের পাখি। অদূরে কচুরিপানার ভেতর থেকে থেমে থেমে একটি ডাহুক নিরন্তর ডেকেই চলছে। চোখের পলকে বড় সোনালী সূর্যটা পশ্চিমের নদীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে। একে একে নদীর বুকে জ্বলে উঠছে জেলে নৌকার হারিকেনগুলো। হারুমাঝির গলা আর শোনা যায় না। কখন যেন মিলিয়ে গেল! সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে মাঝিরাও কেমন যেন শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ধূসর প্রকৃতির মত। জ্যোৎস্না রাত্রির মত। মাঝিরা শান্ত হলে নদীর জলে শোনা যায় অশান্ত মাছের গুপ-গুপ শব্দ। সোনাদিঘির মাঝিরা সকলেই জেলে। তবুও পাঁচ গ্রামের লোকমুখে তারা মাঝি হিসেবেই পরিচিত। গ্রামের মানুষ কোন জেলেকে জেলে ব'লে ডাকে না। তেমনি মোহনমাঝি, হারুমাঝি, বিনোদমাঝি, পরানমাঝি এলাকার সকলেরই অতি পরিচিত। অতি আপন। এরা সাধারণ মানুষ। তাই হয়তো একে অপরের অতি আপন।

মোহনমাঝি ডাহুকের ডাক শুনতে শুনতে পুরো জাল জলে নামিয়ে শেষ করে। তারপর অপলক তাকিয়ে থাকে বক ও চিলদের নীড়ে ফেরার দিকে। সন্ধ্যায় পাখিরা নীড়ে পাড়ি দিলেও মোহনমাঝির ঘরে ফেরার জো নেই। রাতের সোনাদিঘিতে ভাল মাছ ধরা পড়ে। দিনের বেলায় মাছ পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু মাছ তখন নদীর মতই চঞ্চল থাকে। রাতে পুরো সোনাদিঘি শান্ত। মোহনমাঝি ভাবতে থাকে ঘরের কথা। ঘরে রয়েছে প্রতিমা। তাতে কি! ঘরের মানুষ ঘরে, নদীর মানুষ জলে। তবুও প্রতিমার কথা মনে হতেই মোহনমাঝির মনটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। ঘরে প্রতিমা একা। নদীতে মোহনের সাথে আরো অনেকেই আছে। প্রতিমার সাথে কেউ থাকলে ভাল হত। নির্জন রাত্রিতে একলা ঘরে কারোই ভাল লাগে না। প্রতিমা এতদিনে মা হ'লে ভাল হত। সেটাও হ'ল না! মাঝে মাঝে প্রতিমা রাতে মোহনমাঝির সাথে নৌকায় থাকতে চেয়েছে। মোহন তাতে একবারও সাড়া দেয়নি। দিনের বেলা মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে মোহন। তখন প্রতিমা যেন আসমানের পূর্ণিমা চাঁদ হাতে পায়। হাতে পায় সোনার হরিণটিকে।

মোহনমাঝি ভাবতে থাকে, নদীর মাঝিদের ঘরের প্রতি এত মায়া ঠিক নয়। তাতে মৎসদেবতা অসন্তুষ্ট হয়। মাঝিদের সমস্ত প্রেম থাকতে হবে সোনাদিঘির সাথে। এই সোনাদিঘিই তো মাঝিদের মুখের অন্নদাত্রী। আজ সোনাদিঘি না থাকলে মাঝিরা কোথায় যে হারিয়ে যেত; কেউ তার খোঁজও তো রাখত না। সোনাদিঘির সাথে মোহনের প্রেম কম হলেও পনের বছরের। শৈশবে বাবার সঙ্গে সোনাদিঘিতে মাছ ধরত মোহন। বাবা না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর আগে। মোহন শৈশবে মাকে হারিয়েছে। এরপর বাড়িতে এক পিসী তাদের দেখাশোনা করত। বিধবা নিঃসন্তানা ষাটোর্ধ সন্ধ্যারাণী পিসী। মোহনের বাবার মৃত্যুর পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই পিসীটাও মারা যায়। এরপর মোহন প্রতিমাকে ঘরে এনেছে। নদীর বুকে জেলেদের নৌকার আলোগুলো রীতিমত জোনাকির আলোর মত লাগছে। আশে-পাশের প্রতিটি নৌকাতেই হারিকেন জ্বলছে। রাত্রির এই সময়টাতে পুরো সোনাদিঘির জেলেরা সবাই এক হয়ে যায়। একে-একে সকলে একে অন্যের কাছে আসতে থাকে। তারা সকলেই সকলের আপন। তখন তাদেরকে একই পরিবারের সদস্য ব'লেই মনে হয়। নৌকায় মোহনমাঝিকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে পাশের নৌকা থেকে হারুমাঝি জানতে চায়, 'কিগো মোহনদা, নায়ে আলো জ্বালো নাই যে!' মোহনমাঝির কণ্ঠে অসহায়ত্ব, 'আরে ভাই, আর কইস্‌ন্যা! হারিকেনের ত্যালে টান। তাই ইচ্ছা কইরাই জ্বালি নাই। যদি শ্যাষ হইয়া যায়।' মোহনমাঝির কথা শুনে হারুমাঝি আরো কাছে ঘেঁষে আসে।

মোহন তাতে সামন্য একটু হাসে। হাসে হারুমাঝিও, 'এই হইলো মোহনদা, আমার নায়ের আলোয় তোমার নাও আলোকিত হইলো।' নিজের অসহায়ত্বের মাঝেও এবার জোরে জোরে হাসে মোহন। মানুষ এতটা গরীব নয় যে সে হাসতে পারে না। গরীব মানুষেরা দু'টি কাজ খুব ভাল পারে; প্রাণ খুলে হাসতে ও নিজেকে উজার ক'রে অন্যকে ভালবাসতে। হারু কাছে এলে পর মোহন গল্প জুড়ে দেয়। জীবনের গল্প। চির পরিচিত গল্প। যে গল্প বাস্তবে বিষাদ, নিরাশা, ক্ষুধার জ্বালা আর অনটন হয়ে নিরন্তর দংশন করে প্রতিদিনকার জীবনকে। হারুমাঝি দু'টি বিড়ি ধরায়। হালকা শীতল বাতাস বইছে। একটি বিড়ি নিজের ঠোঁটে রেখে হারু অন্যটি মোহনমাঝিকে দেয়। মোহন বিড়িটি হাতে নিয়েই মারে এক সুখটান। রাতের এই সময়টাতে বিড়ি বেশ লাগে। গল্প জমে ওঠে। মোহন বেশ গল্পপটু ও আমুদে মানুষ। শত যন্ত্রণার মাঝেও তার এই রূপ বদলায় না। মোহন বলতে থাকে, 'বুঝলিরে হারু, প্রতিদিন জীবনকে প্রসব করা-ই জীবন। শুধু যোগ-বিয়োগের খেলাই জীবন। সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্রে বারংবার মরতে-মরতে বেঁচে যাওয়া-ই জীবন। হায়রে জীবন...!' হারুমাঝি মগ্ন হয়ে শুনে মোহনমাঝির গল্প। মোহনের কথায় কেমন যেন একটা জাদু আছে। ওর প্রতিটি কথাই কর্ণ-গহ্বর দিয়ে একেবারে অন্তর গহীনে নেমে যায়। জেলে নৌকায় আলোতে সোনাদিঘির জল চিক-চিক করছে। জেলেরা কেউ কেউ রাতের খাবার খেতে কদমতলী বাজারে গেছে। সোনাদিঘির ওপারেই কদমতলী বাজার। মোহন আর হারুমাঝি সন্ধ্যার আগেই বাজার হতে খেয়ে নিয়েছে। রাতের বেলা সোনাদিঘি ছেড়ে বাজারে যেতে তাদের তেমন একটা ভাল লাগে না। যার সাথে যার দিন-রাত্রির প্রেম; তাকে ছেড়ে তার ভাল লাগবেই বা কেন? মোহন আর হারু একদিন না খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু একদিন সোনাদিঘিতে না এসে থাকতে পারে না। সোনাদিঘির জলে ছন্দের মাতন। ছল-ছল, টল-মল, ছলাৎ-ছলাৎ। রাত যতই গভীর হয় ছন্দ ততই মধুর লাগে। হারুমাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। চুপচাপ শুনছিল মোহনের কথা। এবার হারু কথা না ব'লে আর পারে না। হারুর হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট ধরা পড়ে মোহনমাঝির অশ্রুসিক্ত চোখযুগল। হারু গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'আরে! আরে! আরে, ঐ মোহনদা, আথ্‌কা কি হইল গো তোমার? তুমি দেহি কান্‌তাছো গো...।' মোহন কোন কথা বলে না। হাতের বিড়িটা এক নিঃশ্বাসে টান দেয়। তারপর বিড়ির শেষ প্রান্তটুকু ফেলে দেয় সোনাদিঘিতে। হঠাৎ গান ধরে মোহনমাঝি, 'আমি হই নাই তোমার মনের মত/ দিলে অকূলে ভাসাইয়া, কাঙাল বলিয়া/ বোবায় যেমন স্বপ্নে দ্যাখে, মনের স্বপ্ন মনে থাকে রে/ ওসে কিছু নাহি বলতে পারে/ হৃদয় যায় ফাটিয়া, কাঙাল বলিয়া/ বন পুইড়া যায় সবাই দ্যাখে, ওরে মনের আগুন কেউ না দ্যাখে রে/ও তার মনের আগুন মনে থাকে...।'

নদীর কূল ঘেঁষা এই গ্রামটির নাম মারাম্বলপুর। গ্রামের একবারে শেষ মাথায় মোহন মাঝির ঘর। গ্রামে ঢুকতেই সম্ভ্রান্ত লোকের বসতি। গ্রামের মানুষের মুখে এর নাম মহাজনপাড়া। মহাজনপাড়ার পর ছোট্ট একটা বিল। বিলের পরেই মাঝিপাড়া। এই মাঝি পাড়াতেই মোহন ও হারুমাঝিদের বাড়ি। মাঝিরা দিনের বেলায় অল্প সময়ের জন্য বাড়ি আসলেও তাদের রাত্রি কাটে

সোনাদিঘিতে। সোনাদিঘিতে সারা বছরই থাকে মোহন। মাছ ধরার পাশাপাশি দিনের একটা সময় খেয়া পাড়াপাড়ের কাজও করে। তাতে একটু উপরি আয় হয়। খেয়া পাড়াপাড়ের জন্য ফৈলজানা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাসিক তিনশত টাকা বেতন পায় মোহন। সেই টাকা জমিয়ে দেড় মাস আগে প্রতিমাকে কয়েকটি হাঁস-মুরগি ও ছাগল কিনে দিয়েছে মোহন। বাড়িতে প্রতিমা সেগুলো নিয়েই দিন পাড় করে। মাঝে মাঝে মহাজনপাড়ার কোন বৌঝিদের কাছ থেকে ঘর-দোর ও গৃহস্থালী কাজের ডাক পড়লে প্রতিমা সেখানে যায়। মাঝি বৌদের মধ্যে প্রতিমা বেশ পটু সবকিছুতে। ব্যবহারও বেশ নজরকাড়া। তাই মহাজনপাড়ার বৌরা ওকে জবর পছন্দ করে। মাঝে মধ্যে মহাজনপাড়ার অনেক মহাজানও প্রতিমাকে টাকার লোভ দেখায়। প্রতিমা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। মোহনমাঝির বৌ প্রতিমা মোহনের লক্ষ্মী-প্রতিমা; সোনার প্রতিমা। অভাবী হলেও মোহনের ঘরে ওর সুখের কমতি নেই। মোহন প্রতিমার পতিদেব। আর প্রতিমার কাছে পতিগৃহ মাত্রই স্বর্গ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে নামে রাত্রির নিদারুণ নিস্তব্ধতা। মারাম্বলপুর গ্রামের মানুষ ঘুমাচ্ছন্ন। প্রতিমা এখনো ঘুমায়নি। গ্রামের নেড়ী কুত্তাগুলো একনাগারে ডাকেই চলেছে। বাঁশঝাড়ের নিচে শেয়ালের আহাজারি। তালগাছে লক্ষ্মীপ্যাঁচা দম্পতির বিলাপ। হঠাৎ ভেসে আসে দুধের শিশুর কান্না। বুড়ো মানুষের গলাধরা কাশির আওয়াজ। প্রতিমার চোখে ঘুম-ঘুম ভাব। আকাশে পুর্ণিমা চাঁদ। উঠানে কুকুরটি অসম্ভব ঘেউ ঘেউ করছে। হয়তো শেয়াল-বাড়াল ঘুর ঘুর করছে মুরগির ঘরের দিকটায়। প্রতিমা বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাঘাকে ডাক দেয়। বাঘা তাদের কুকুরটির নাম। পরিচিত মানুষের কথা শুনে বাঘা কাছে এসে ঘেঁষে লেজ নাড়ছে। হঠাৎ দু'টো শেয়াল উঠানের বড়ই গাছটির নিচ দিয়ে ছুটে পালায় সোজা বিলের দিকে। বাঘা হুঁ-হুঁ করে তেড়ে যায় ওদিকটায়। প্রতিমাদের উঠানের ওপাশে লাউয়ের মাচান। এরপরই পরানমাঝির ঘর। হঠাৎ পরানমাঝির ঘরে দরোজা খোলার আওয়াজ পাওয়া যায়। প্রতিমা তাকায় ওদিকটায়। বিকালে পরানের বউ যে লোকটির সাথে তালতলায় কথা বলেছিল, সেই লোকটি বারান্দা থেকে উঠানে নামে। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে খরগোশের মত সোজা পা বাড়ায় মহাজন পাড়ার দিকে। খরগোশ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে তখন সে কোন একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে নিজের চোখ বন্ধ ক'রে ভাবে তাকে হয়তো আর কেউ দেখছে না। তালগাছের মাথায় প্যাঁচা-দম্পতি পাখা ঝাঁপটায়।

প্রতিমা বিছানায় ফিরে আসে। রাত্রির প্রথম প্রহর। অদূরের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে বিনোদমাঝির বিচ্ছেদী গান, "প্রেম কইরা মইলাম গো সাঁই বিচ্ছেদ জ্বালায়/ ঘাটে ঘাটে আমার বন্ধু কুদরতে খেলায়/ হায়রে ঘাটে ঘাটে আমার বন্ধু কুদরতে খেলায়/ প্রেম মেলে না হেসে ঘেঁষে, প্রেম মেলে না ভালবেসে/ প্রেম মেলে না উপবাসে সাধনায়...।" প্রতিমা তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে বিনোদের গানের কথাগুলো। বিনোদমাঝির কোন হিসাব নিকাশ নাই। সে সোনাদিঘিকে যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসে নিজের কুঁড়ে ঘরটিকে। বিনোদমাঝির ঘর আছে বটে কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য নাই। চাটমোহরের হারান পালের মেয়ে ললিতাকে বিয়ে করেছিল সে। ললিতা বেশ শান্ত-শিষ্ট স্বভাবী মেয়ে ছিল। তবে বিনোদের ঘরে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ললিতা চলে গেল দূরে বহুদূরে। সেখান থেকে আর ফেরেনি সে। হয়তো আর ফিরবেও না কোনদিন। বিনোদের সাথে ব্যবসায়ীগোছের এক ভদ্রলোকের বেশ ভাব ছিল। কোন একসময় বিনোদ সেই লোকটির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার এনেছিল।

এরপর থেকে লোকটি প্রায়ই আসতো বিনোদের বাড়িতে। বিনোদ তাতে কিছুই মনে করত না। পরিচিত মানুষ। বাড়িতে আসতেই পারে। ঘর-দোরে বসতেই পারে। লোকটি বাড়িতে এলে ললিতা কখনোই লোকটির সাথে কথা বলতো না। কাছে আসতো না। ঘর থেকে বেড় হত না। এই নিয়ে বিনোদ ললিতার সাথে কথা কাটাকাটিও করেছে বেশ কয়েকবার! ললিতা নাকি মানুষকে সমাদর করতে জানে না! ললিতা নাকি পতিদেবের মঙ্গল চায় না...! মোহনমাঝির ঘরের কাছাকাছি আসতেই বিনোদ পরিচিত মায়াবী কণ্ঠে প্রতিমাকে ডাক দেয়, 'বৌদি, ও বৌদি, ও প্রতিমা বৌদি, ঘুমায় গেছো নি। শোন, মোহনদা কইলাম কাইলকে বাড়িতে আইতে পারে। আর আমি, আমি কিন্তু দুপুরে তোমাদের এখানে খামু।' প্রতিমা কোন সাড়া না দিয়ে নীরবে শোনে বিনোদের কথা। প্রতিমা ও মোহনের সাথে বিনোদের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। পরিবারের না হয়েও যেন পরিবারের। বিনোদ মোহনকে আপন বড় ভাইয়ের মত সম্মান করে। মোহন বাড়ি থাকলে সাড়াদিন পড়ে থাকে মোহনের সাথে। মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়া করে। টুকটাক ফুট-ফরমাশ করে। প্রতিমা বিনোদকে ভাইডি বলে ডাকে। ললিতা পলিয়ে যাবার পর বিনোদ নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে কয়েকদিন পাগলের মত পড়ে ছিল মোহনের বাহির-বাড়ির মাচনের উপর। শেষে অনেক বলে-কইয়ে প্রতিমা ওকে দু'মুঠো ভাত খাইয়েছিল।

দুপুরের একটু আগেই মোহনমাঝি বাড়িতে আসে। প্রতিমা রান্না-বান্নায় ব্যস্ত। বিনোদও এসেছে। মোহন ও বিনোদ মাচানে বসে গল্প করছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। আচম্‌কা পুরো আকাশ জুড়ে দেখা দেয় ঘন কালো মেঘ। দুপুরে খাবার পর মোহন একটু ঘুমিয়ে নেয়। শেষ বিকাল। আকাশে মেঘ করলেও বৃষ্টি হয়নি। পশ্চিমাকাশে ক্ষীণ রক্তিম সূর্যটা তখনো ডোবেনি। প্রতিমা উঠানে মুরগীগুলোকে খাবার দিচ্ছে। কাছে আসে মোহন, 'বউ, শোন একটা কথা...!' মোহনের কথা শুনে রীতিমত আনন্দে উদ্বেলিত হয় প্রতিমা, 'কি কথা! কও মাঝি। মনে হইতাছে যেন শরম পাইতাছো!' মোহন প্রতিমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'তুমি না একদিন সোনাদিঘিতে যাইতে চাইছিলা।' প্রতিমা হেসে ব'লে, 'একদিন মানে, আমি তো প্রায়ই তোমার লগে সোনাদিঘিতে যাইতে চাই। তুমিতো আমারে একদিনও নিলা না।' মোহনও হাসে প্রতিমার কথা শুনে, 'বউ, আইজ যাইবা তুমি আমার লগে, সোনাদিঘিতে? জানো, আমার সোনাদিঘি তোমারে দেখবার চাইছে।' এবার প্রতিমা কোন কথা বলে না। কেবল মুচকি হাসে।

সন্ধ্যার সোনাদিঘি। মিটি-মিটি জ্বলছে জেলে নৌকার আলোগুলো। এ যেন নদীর বুকে তারার মেলা। মোহন হারিকেনটা নিভু-নিভু ক'রে ছইয়ের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে। হারু, বিনোদ, পরান তখন সোনাদিঘিতে জাল ফেলায় ব্যস্ত। ওরা জাল ফেলতে ফেলতে অনেকটা দূরে চলে গেছে। কচুরিপানার নিচে ডাহুক ডাকছে। প্রতিমা নৌকার ছইয়ের মুখে বসা। মোহন নৌকা বাইছে। সোনাদিঘির জল ছল-ছল করছে। জেলে নৌকার আলোয় জল হীরক খণ্ডের মত চিক-চিক করছে। প্রতিমা মুগ্ধ হয়ে দেখছে সেসব; আর গল্প করছে তার মোহন মাঝির সাথে। স্মৃতিপটের গল্প, অনাগত দিনের গল্প। 'মাঝি, দেখো তোমর সোনাদিঘির জল কেমন চঞ্চল হইয়া উঠছে। হয়তো রাইত গভীর হইছে বইলা। মাঝি, আইজ সোনাদিঘিতে তোমার জাল নামাইবা না।' মোহন তাকায় প্রতিমার দিকে। প্রতিমা হাসে। হাসে মোহনও। আজ তার প্রতিমাকে কেমন যেন নতুন লাগছে মোহনের কাছে। মোহন তা মুখে বলতে চেয়েও পারল না। প্রতিমা আলতো ক'রে ডাক দেয় মোহনকে, 'ও মাঝি!' বইঠা রেখে কাছে আসে মোহন। প্রতিমার একবারে কাছে। মোহন বড্ড আশ্চর্য হয়! হঠাৎ তার ভেতরটা ভরে ওঠে অপরিচিত অনুশোচনায়। দু'চোখ ফেঁটে কেন জানি অশ্রুধারা বইতে চাইছে। তবে তা বুঝতে দেয়নি প্রতিমাকে। মোহন প্রতিমার হাতে হাত রাখে, 'হ বউ, সত্যিই তো আমার সোনাদিঘি জবর চঞ্চল হইয়া উঠছে। আইজ রাইতে আমার সোনাদিঘিরে কেমুন যেন নতুন লাগতাছে। সোনাদিঘি, আমার প্রাণের সোনাদিঘি...।' ❑

নিয়মিত কলাম

ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয় গুরু)

দেহ কোষ তো সাড়া দেয় না

নিশিতার আজ বিবাহের ২৫ বছরের জুবিলী। সম্পর্কে সে আমার আপন ভাতিজি। কিছু দিন আগে হঠাৎ অপরিচিত নাম্বারে ফোন কল এলো। ধরার পর কানে ভেসে এলো কেমন আছো ফাদার কাকা! স্বরটা পরিচিত। জিজ্ঞেস করলাম কে নিশিতা? উত্তর এলো, হুঁ, নিশিতা, তোমার ভাতিজি। কেন গলা চিনতে পারছো না! হ্যাঁ, পারছি বৈকি? তাইতো নামও বলে ফেললাম। তখন শুরু হয়ে গেল তার বয়ান। হ্যাঁ, মনে আছে, ২৫ বছর আগে বিয়ের আশীর্বাদ দিয়েছিলে। দেখ এখনো আছি-কোন ছাড়াছাড়ি নাই। বেশ, বেশ বুঝলাম তো, ছাড়াছাড়ি কি এতই সহজ! সে রকম আশীর্বাদ তো দেইনি আমি। হ্যাঁ তো, হাজার হলেও ফাদার কাকার আশীর্বাদ, কম কথা নাকি। কয়জনের ভাগ্যে জোটে মজা করে বলল ভাতিজি। এমনতোরো আলাপ-সালাপের পর নিশিতা দিব্যি করাতে চাইলো, যেন কোন অজুহাতেই আমার উপস্থিতি বাতিল না হয়। শেষে বলতে বাধ্য হলাম বিয়ে যখন দিয়েছিলাম, অবশ্যই চেষ্টা করবো-যাব বৈকি। শেষে তার সেবাযত্নের কথা শুরু হলো, শরীরের প্রতি নজর রেখো, বয়সতো হয়েছে, অসুখে ভুগছো, বড় রকম অঘটন যেন না ঘটে। ভালো থেকো, বুঝেছো কাকা? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো, মোবাইল বন্ধ করে শুধু বললাম, সবাই তো বলে ভালো থেকো, কিন্তু কেউ তো এখনো জানে না যে আমার রক্ত মাংস তো আর কথা বলে না! দেহ কোষ তো যেন সাড়া দেয় না। বয়সের একি রহস্য! রক্ত এত শীতল হয়ে যায় কেন? মাংস কোষ কোন ঔষধ পানিও যেন আর ধারণ করতে পারছে না। রক্ত মাংসের কার্যকারিতা বিপুল পরিমাণে কমে এসেছে। দেহকোষগুলো কি তবে অক্ষম হয়ে যাচ্ছে? যৌবনে এত গরম যে শরীর ছিল আজ তার একি অসামর্থতা। বোবা হয়ে গেছে নাকি শরীরের তেজোময় ভাষা! যারা বলে ভালো থাকো, তারাও তো আমার মতই রক্ত মাংসের মানুষ। তাদের শরীর কী আমার অভিজ্ঞতার অংশীধারী নয়! ভালো থাকতে বলা আমাদের বাঙালি কৃষ্টি সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য - ভদ্র সব বয়সের মানুষই নিকই আত্মীয়স্বজনসহ চেনা জানা প্রতিবেশীকে ভালো থাকার পরামর্শ বা শুভ কামনা করতে দ্বিধাবোধ করে না। আমার দিদি-দুলাভাই, ভাই বোন, ভাতিজি ভাতিজাসহ যত জামাই, বৌ সবাই আমাকে হয়তো একটু বেশি দরদ করেই বলে নিজের যত্ন নিও। তোমার দেখাশুনার কেউ নাই, তাই তোমার ভালো তোমাকেই দেখতে হবে। যেখানেই থাকো ভালো থাকো। বাহ্ কি সুন্দর সব কথা!

ফাদার যখন হয়েছি তখন এ একা একা চলার জীবন। আগে পিছে, ডাইনে বায়ে উপরে-নিচে, কেউ নাই। আসলে বাস্তবে ঘটেছে তাই। ছয়/সাতটা ধর্মপল্লীতে কাজ করেছি অথচ যখন ঢাকায় গিয়েছি চিকিৎসা করাতে তখন একা একাই যেতে হয়েছে। সবাই আছে আবার কেউ নেই। সবার এ দায়িত্ব মানে কারো দায়িত্ব নয় এ যেন তেমন ব্যাপার। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, ভক্তজনতা সবারই সদিচ্ছাপূর্ণ কথা তাই, যেখানেই থাকো ভালো থাকো। না পাঠকবর্গ, সত্যিই বলছি, ভালোই তো থাকতে চেষ্টা করছি। কিন্তু একা আর কত ভালো থাকা যায়! অসুখে পড়েছো তো মরেছো। কে করবে যত্নাদি। সময়ই বা কোথায়। সব এটমের মত ব্যস্ত। তারপর যে বা যারা কিছু সেবাযত্ন করবে শরীরকে তো তা গ্রহণ করতে হবে। আমিতো দিনে দিনে বুঝতে পারছি, আমার এই দেহ আগে ঔষধ খেলে যেভাবে সাড়া দিত, রোগ বালাই সেরে যেত, বর্তমানে তা তো সেরকম হচ্ছে না। নীরবে নিভৃতে বুঝতে পারছি রক্ত মাংস আর যেন সাড়া দিতে পারছে না, কষ্ট হচ্ছে, কথা বলার শক্তি ও গতি তার ক্ষীণ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে তাই বলছি, কত আর চলবে, দেহের যন্ত্রপাতি সব পুরাতন হয়ে গেছে, অচল হয়ে পড়ছে। বা! বা! কি রসিকের কথা, যন্ত্রপাতি আর কাজ করছে না! বয়সের এসব পরিণতি অবশ্যই ইয়াং জেনারেশনের মাথায় ঢুকবে না। এমন কি এসব কথাবার্তার অর্থও ঠিক বুঝতে পারবে না। বয়স যত বাড়তে থাকে জ্ঞান গরিমা নাকি ততই বাড়তে থাকে। অভিজ্ঞতার ডালিও নাকি তাই ভারী হতে থাকে। এটা নিশ্চয় ভালো কথা, মঙ্গলের কথা। পরিবারে, সমাজে, দেশে মণ্ডলীতে অভিজ্ঞতার জ্ঞান গরিমায় ভরা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য। তা নিয়ে নিশ্চয় কেউ সংশয় প্রকাশ করবে না। তবে জ্ঞান-গুণ যতই বাড়ুক না কেন ঔষধের ঝুড়ি, ডালি বা বাণ্ডিল নিয়ে একজন বয়স্ককে যখন বছরের পর বছর ধরে বেঁচে থাকতে হয়, তখন পাঠক, নিশ্চয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না, সেই পশ্চিমে অস্তগামী সূর্যের মতো ধীরে-ধীরে দেহের আলো, রক্তমাংসের তেজ, শক্তিও কমে আসে। এটাই বাস্তবতা, এটাই প্রকৃতি। সৃষ্টির সেই অমোঘ বিধানেই একদিন সত্যিই দেহেরকোষ আর কথা বলে না। মরার পর আমি আজ পর্যন্ত যত মরা দেহ স্পর্শ করেছি, ধরেছি, নীরবে অবাক হয়ে গেছি, একি! মৃত এই শরীর এমন শক্ত কাঠের মত হয়ে গেছে কেন! ঠাণ্ডা শীতল লোহার মত পড়ে আছে যেন। শীতকালে যেমন হিমশীতল হয়ে যায়, গরমকালে আবার তত তাড়াতাড়ি পচনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়! কি অদ্ভুৎ-কি বিচিত্র! মানুষ নামের এই শ্রেষ্ঠ জীবের শরীরও রক্তের স্পন্দন ধরে রাখতে পারে না। তার ফলে এই মৃন্ময় পাত্রের যে বিবর্ণ কাহিনী শুরু হয়, তখন তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটির তলে দিতে বা আগুনে পোড়াতে হয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে কখন কবর দেয়া হবে। দেরী হলে গন্ধ ছুটে যাবে। আর সেই গন্ধ যে কি উৎকট গন্ধ তাতো বলার ভাষা নেই। পেটের নারীভূরি উল্টে বেরিয়ে আসতে চায়॥ ❑

(উল্লেখ্য লেখক প্রয়াত হয়েছেন গত ১৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ)

টাকা দেওয়া অনেক আনন্দের এবং ঐ টাকা দিয়ে প্রয়োজনের সময় নানা জিনিস কেনা যায়, যাতে তোমার পরিবার ও বন্ধুবর্গ সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। আর দরিদ্র, গৃহহীণ মানুষ এবং রোগীদের জন্য আরো বেশী আনন্দের।

যদি তোমার অন্তর কঠিন এবং নিরস অনুভূত হয়, দান করলে সেই অন্তর রেশমী বস্ত্রের ন্যায় কোমল হয়ে উঠবে। আর যখন তুমি কাউকে কিছু দান কর, তুমি দেখবে যে, সেই মানুষটিকে তুমি আরো বেশি ভালবাসতে পারছ। অন্য লোকদেরও তুমি আরো বেশি ভালবাসবে।

কেউ কখানো তোমাকে উপহার দিলে তা খুশী মনে গ্রহণ কর। ফিরিয়ে দিও না। দানের জন্য গ্রহীতার প্রয়োজন -খুশি গ্রহীতা॥ ❑

অনুধ্যান

(নিজে কর)

... ...

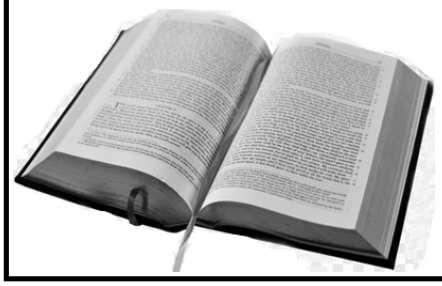

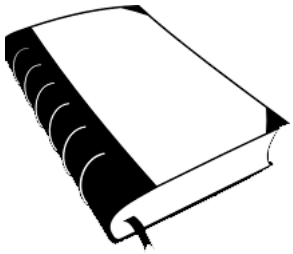

প্রার্থনাঃ হে প্রভু, মনিষীরা বলেছেন, "নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"। দান করা যেমন আনন্দের, তেমনি গ্রহণ করাও আনন্দের। দানের সাথে সাথে কঠিন ও নিরস মনও আনন্দে ভরে ওঠে। প্রসন্নচিত্তে আমি যেন দান করি এবং দান গ্রহণ করি। - আমেন।

বইঃ ৬০টি উপায়, নিজেকে বিকশিত হতে দাও
**** মূল লেখক:** মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি*
**** অনুবাদক :** রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)*

আর নয় চুরি

অতুল আই, গমেজ

করোনা ভাইরাস দিনে দিন
বাংলা গ্রাস করছে,
এক এক করে প্রিয়জনেরা
বিদায় হয়ে যাচ্ছে।
কার মনে সয় বিদায় ব্যথা
তারপরেও হয় মানতে,
কষ্ট হলে ও সত্য কথাটি
হয় যে এখনো বলতে।
সব দেশেতেই দুর্দিনেতে
ত্রাণ সামগ্রী পায়,
বিলি হয় তাদের মাঝে
যাদের স্বল্প আয়।
এবার হলো ভিন্ন চিত্র
সারা বিশ্ব জুড়ে,
ত্রাণ সামগ্রী সবাই নিচ্ছে
লজ্জা শরম ছেড়ে।
বাংলাদেশে অন্য চিত্র
নিত্য দিনের ঘটনা,
লজ্জায় যায় মাথা কাটা
যায় না করা বর্ণনা।
সরকার দিচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী
গরীব দুঃখীর তরে,
লুটেপুটে খাচ্ছে আমলা
নিচ্ছে তুলে ঘরে।
হারাম খেয়ে আরাম হয়না
এই কথা কি বুঝে?
বাংলাদেশের চুরি দেখে
বিশ্ব মরে লাজে।
বিশ্ব জোড়া মরণ জ্বালা
করোনার উৎপাত,
বাংলা দেশের ত্রাণ চোরেরা
খায় যে দুধ ভাত।
চাউল চোর তৈল চোর
সকল ত্রাণ চোরা,
গরীবের ধন লুটে খাওয়া
দেশ গাঁও ভরা।
আম জনতার ত্রাণ সামগ্রী
তোমরা চুরি করে,
নিজে নিজে বাড়ী নিয়ে
রাখছো গোলা ভরে।
চুরির মাল কে কে খাবে
কে দেবে তার জবাব,
আল্লাহর দোহাই ভালো হয়ে যাও
থাকবেনা আর অভাব।
চুরিধারী আর করো না
ভালো পথে চলো,
ক্ষমা চেয়ে দেশের কাছে
সত্য কথা বলো।।

দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

সবার জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক

করোনাভাইরাস সংক্রমণের বিস্তার রোধে বাংলাদেশে বসবাসরত সবার জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে পরিপত্র জারি করেছে সরকার। গত ২১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব শিব্বির আহম্মেদ ওসমানি স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে এ কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে বসবাসরত সবার জন্য মাস্ক ব্যবহার প্রযোজ্য। রাস্তার হকার, রিকশা-ভ্যানচালক থেকে শুরু করে গণপরিবহন এবং অফিস-আদালতে সবার জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক। পরিপত্র সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব/সিয়ির সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র ঈদুল আজহা ১ আগস্ট

বাংলাদেশের আকাশে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। আগামী ১ আগস্ট দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হবে। সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে বলা হয়, মঙ্গলবার বাংলাদেশের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। সে অনুযায়ী ২৩ জুলাই (বৃহস্পতিবার) থেকে শুরু হচ্ছে জিলহজ মাস। আর ১ আগস্ট (শনিবার) উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা। জিলহজ মাসের ১০ তারিখে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের অন্যতম বড় এই ধর্মীয় উৎসবে পশু কোরবানি দেন। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সোমবার জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় সেখানে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হবে ৩১ জুলাই। আর তার আগের দিন হবে পবিত্র হজ।

নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাতিল

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে ৬৪ বছর পর প্রথমবারের মতো বাতিল করা হয়েছে নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার নোবেল ফাউন্ডেশন এই ঘোষণা দেয়। খবরটি নিশ্চিত করেছে ফরাসি গণমাধ্যম। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাতিল হলেও ২০২০ খ্রিস্টাব্দের নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। তবে অনুষ্ঠান 'নতুন আঙ্গিকে' হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর সুইডেনের স্টকহোম কনসার্ট হলে নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ১৩০০ অতিথির সমাগম হয়ে থাকে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাতিল প্রসঙ্গে নোবেল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান লার্স হেইকেনস্টেন বলেন, 'চলমান মহামারীর কারণে নোবেল সপ্তাহের আয়োজন করা হবে না।' এছাড়া তিনি আরও বলেন, 'দুটি সমস্যা রয়েছে। আপনি এত লোককে এক জনের পাশে আরেকজন এভাবে জড়ো করতে পারবেন না। লোকজন সুইডেন সফরে আসতে পারবে কিনা তাও অনিশ্চিত।' শেষবার নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের প্রতিবাদে সেবার নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। এছাড়া ১৯০৭ ও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেও নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল।

১৮৮টি দেশে করোনা ছড়ালেও এখনো শনাক্ত হয়নি যেসব দেশে

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারিতে সারা বিশ্ব যখন থমকে গেছে তখনো সৌভাগ্যবান কিছু দেশে এখনো এই ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। বিশ্বের অন্তত ১৮৮ টি দেশে করোনাভাইরাস পাওয়া গেলেও এখনো মুষ্ঠিমেয় কয়েকটি দেশে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম আল-জাজিরা জানায়, কিরিবাতি (Kiribati), মার্শাল আইল্যান্ডস (Marshall Islands), মাইক্রোনেসিয়া (Micronesia), নাইরু (Nauru), উত্তর কোরিয়া (North Korea), পালাউ (Palau), সামাও (Samoa), সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ (Solomon Islands), টঙ্গো (Tonga), তুর্কমেনিস্তান (Turkmenistan), তাভালু (Tuvalu), ভানুয়েতা (Vanuatu) সৌভাগ্যবান এই দেশগুলোতে এখনো করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এমন কেউ শনাক্ত হয়নি।

অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনের চূড়ান্ত সাফল্য এখনও অনিশ্চিত : প্রধান গবেষক

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য ভ্যাকসিনটি ব্যাপক সফলতা পেলেও এটির চূড়ান্ত সাফল্যের বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত। ভ্যাকসিনটির গবেষণা দলের প্রধান সারাহ গিলবার্ট মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিবিসি রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এটি বাজারে আনার আগে তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণ হতে হবে। এর কোনও একটির ব্যাঘাত ঘটলেই ভ্যাকসিনটির সাফল্য বিলম্বিত হবে। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন করোনায় সংক্রমণ এবং মৃত্যু বাড়লেও এই রোগ নির্মূলে এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা যায়নি। বিশ্বজুড়ে প্রায় দেড় শতাধিক গবেষণা চললেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করছে, এই ভ্যাকসিন তৈরির দৌড়ে শীর্ষে রয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগটি। ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ভাবন করেছেন অক্সফোর্ডের গবেষকেরা। প্রথম ধাপে এই ভ্যাকসিনটি এক হাজার ৭৭ জনের দেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ফলাফল গত সোমবার (২০ জুলাই) প্রকাশ করা হয়েছে। ল্যানসেট মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এই ফলাফলে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে মানব শরীরের জন্য ভ্যাকসিনটি নিরাপদ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই আশা করছেন চলতি বছরের শেষের দিকে ভ্যাকসিনটি চলে আসতে পারে। বর্তমানে ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অক্সফোর্ডের এই সম্ভাব্য ভ্যাকসিনটির শেষ ধাপের ট্রায়াল চলছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রেও ট্রায়াল চালানোর আলোচনা চলছে।

বিশ্ব সেরা চিন্তাবিদের তালিকায় বাংলাদেশি স্থপতি মারিনা

চলতি বছরে বিশ্ব সেরা ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশি স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। গত ১৪ জুলাই বিশ্বের শীর্ষ ৫০ চিন্তাবিদের এই তালিকা প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ম্যাগাজিন 'প্রসপেক্ট'। ম্যাগাজিনটিতে বলা হয়েছে, মেরিনা তাবাসসুম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে ভবন নির্মাণ এবং পরিবেশের দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করে নকশা তৈরি করায় দারুণ অবদান রেখেছেন। তার নকশা করা স্থানীয় উপকরণের হালকা ওজনের বাড়িগুলো স্টিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম এবং পানির মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলো সরানো যায়। বিষয়গুলো আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রথম আলো

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে পোপ মহোদয়ের পরিদর্শন

ভাতিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক, মাত্তেও ব্রুনি সোমবার (২০/০৭) সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে জানান যে, আজ সকাল ৯টায় গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে অংশগ্রহনেচ্ছুক ছেলেমেয়েরা যখন সকালের নাস্তার জন্য ভাতিকানের ৬ষ্ঠ পল হলঘরে সমবেত হয়, তখন তারা হঠাৎ করেই পোপ ফ্রান্সিসের দেখা পেয়ে যায়। তিনি ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের খাবার টেবিলে যান এবং সকলের সাথে কথা বলেন। তারপর হলের অভ্যন্তরেই নির্মিত খেলার জায়গা দেখেন। কিছুক্ষণ পরেই পোপ মহোদয় শিশুদের সাথে বসে পড়েন এবং নতুন নতুন বন্ধু তৈরি করতে শিশুদেরকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তিরা শুধুমাত্র নিজেদের নিয়েই মজা করে তারা স্বার্থপর। তোমরা সকলে একসাথে বন্ধুদের নিয়ে সুন্দর সময় কাটাবে। শেষে ১০টার দিকে সান্তা মার্থাতে ফেরার পথে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের আয়োজকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সাধারণত জুলাইয়ের শুরুতে শিশুদের গ্রীষ্মকালীন (সামার) ক্যাম্প শুরু হয়, ভাতিকান গার্ডেন, ভাতিকান হেলিপোর্ট ও ৬ষ্ঠ পল হলঘরে। ভাতিকানের কর্মীদের প্রায় ১০০ জন শিশু, যাদের বয়স ৫-১৪ তারা এতে অংশ নেয়। এই সামার ক্যাম্পে থাকে নির্মল হাসিঠাট্টা, খেলাধূলা ও প্রার্থনা করা এবং শেখার ব্যবস্থা। আর সাথে থাকে সাঁতার কাটা, টেনিস, ফুটবল, পিং-পং এবং বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা। কোভিড ১৯ সময়কার সকল বিধিনিষেধ পালন করেই শিশুরা এতে অংশ নেয়। পোপ মহোদয়ের ইচ্ছানুযায়ী ভাতিকানের দপ্তর এই আয়োজন করে। ভাতিকান গার্ডেনের চ্যাপলেইন, ফাদার ফ্রাংস্কো ফনতানা, এই উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করেন। ডন বস্কো সালেসিয়ানগণ 'আমরা সবাই এক উৎসবে' নামক এসোসিয়েশনের সার্বিক সহযোগিতায় ক্যাম্প পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেন।

মহামারী মানব পরিবারকে পরিবর্তিত হবার সুযোগ দিয়েছে

আর্চবিশপ পাঞ্জিয়া

জীবন বিষয়ক পোপীয় একাডেমী গত বুধবার (২২/০৭) "মহামারীর সময়ে মানব সমাজ: অসময়ে জীবনের পুনর্জন্ম নিয়ে ধ্যান' শিরোনামে একটি দলিল প্রকাশ করেছে। উক্ত একাডেমীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ভিনসেন্সো পাঞ্জিয়া সাক্ষাৎকারের মতো করে কয়েকটি প্রধান পয়েন্টের ব্যাখ্যা রাখেন। তিনি প্রথমে তুলে ধরেন মানব সমাজ কি? এই মহামারীর সময়ে মানব সমাজ ধারণা সম্পর্কে দলিলটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মহামারী মানব সমাজকে দেখিয়েছে যে, আমরা সকলে পরস্পর নির্ভরশীল। মহামারী ঝড়ে আমরা সকলে পতিত হলেও বিভিন্ন বৈষম্যের কারণে কেউ কেউ সেই ঝড়ে তাড়াতাড়ি তলিয়ে যায়। জীবনের পুনর্জন্ম বলতে আশাবাদী একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরো ভালো শিক্ষা ও অর্থনীতির বিষয় আলোচনা করার সাহস রাখতে হবে, শুধুমাত্র মাস্কের দাম বা কবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলবে সে বিষয়ে মগ্ন না থেকে।

মহামারীটি মানুষ ও সমাজের ভঙ্গুরতা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। এটি একটি বৈশ্বিক সংকট যা উত্তর-দক্ষিণ সবাইকে আক্রান্ত করেছে। বিজ্ঞানীরাও নিশ্চিত কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই একে অভিনব হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আসলে কি তাই? এটি অজানা ভাইরাসের অভিনবত্ব নয়। কিন্তু মানুষের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক ও যাতায়াতের গতিশীলতার সাথে ভাইরাসের গতিময়তায় অভিনবত্ব। রাজনৈতিকভাবে সুনির্দিষ্ট কোন পরিস্থিতি ও দেশকে এই মহামারীর জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমরা সকলেই এই মহামারী মোকাবেলা করতে অপ্রস্তুত। এমনিতর আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সেগুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে "মহামারীর সময়ে মানব সমাজ: অসময়ে জীবনের পুনর্জন্ম নিয়ে ধ্যান' দলিলটি লিপিবদ্ধ হয়েছে॥

- তথ্যসূত্র : news.va

লেখা আহ্বান

জাতীয় শোক দিবস এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বিশেষ সংখ্যা বের করতে যাচ্ছে। সংখ্যাটি আরো বেশি অর্থপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ করতে পাঠিয়ে দিন আপনার মৌলিক লেখা যেখানে ফুটে উঠবে জাতির পিতার বিষয়ে। পাঠাতে পারেন গল্প, কবিতা, ছড়া ও ছোটদের আঁকা ছবিও।

লেখা পাঠানোর শেষ সময় ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ই-মেইলে পাঠাবেন :
wklypratibeshi@gmail.com

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের জন্য একজন সহকারী হিসাবরক্ষক প্রয়োজন

শিক্ষাগত যোগ্যতা - কমপক্ষে বি কম
অভিজ্ঞতা/যোগ্যতা - কম্পিউটার বাংলা/ ইংরেজী ও MS-Excel প্রোগ্রাম জানা থাকতে হবে।
বেতন - আলোচনা সাপেক্ষে
সরাসরি অতিসত্ত্বর (৩০-০৭-২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) যোগাযোগ করুন

যোগাযোগ ঠিকানা
পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ,লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
মোবাইল :০১৭০১৭৮৯২৪৮, E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

শতবর্ষ পূর্তি পালন বছরে ঐতিহ্যবাহী সেন্ট নিকোলাস স্কুল, কলেজে পরিণত হলো

ফাদার জয়ন্ত গমেজ সিমিন হোসেন রিমি, এমপি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও

ব্রাদার লুকাস মনা টুডু সিএসসি ▌ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা-এর স্মারক নং -৯৫৩/ক/অনু:.২০১৭/৯৪১, তারিখ : ১৫-০৫-২০১৯ সূত্রের প্রেক্ষিতে গত ১৫ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপসচিব আনোয়ারুন হকের স্বাক্ষরিত (স্মারক নম্বর ৩৭,০০,০০০০,০৭২,৩৩,০০১,১৭,৭৫) পত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে, গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন "সেন্ট নিকোলাস স্কুল এণ্ড কলেজ"এর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হলো।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্তর প্রেক্ষিতে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার সেন্ট নিকোলাস স্কুল এণ্ড কলেজ-এর নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করার শর্তে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি প্রদানে মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এ বছরের ২, ৩ ও ৪ জানুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল মহাসমারোহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরবময় শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করে। উক্ত তিনদিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন; ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করেন প্রধান শিক্ষক ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও সিএসসি। অনুষ্ঠানের প্রথমদিন রোজ বৃহস্পতিবার ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিকেল ২:৩০ মিনিট। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি (সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সভাপতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন; জনাব সিমিন হোসেন রিমি, এমপি (সভাপতি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি) ও স্থানীয় কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। অতিথিবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে জুবিলী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এবং তারপর তারা বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে জুবিলী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এর পরপরই গৌরবময় শতবর্ষ পূর্তির 'থিমসং' উপস্থাপন করা হয়। 'থিমসং' এ নৃত্য পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র বৃন্দ এবং সেন্ট মেরিস্ গার্লস্ হাই স্কুল এণ্ড কলেজের কয়েক জন ছাত্রী। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দদেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অতঃপর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি পর্যায় ক্রমে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তারা সবাই অত্র বিদ্যালয়ের অবদানের কথা তুলে ধরেছিলেন এবং বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত দিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কৃতি ও প্রাক্তন ছাত্র, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহ্মদ ও বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সর্বশেষে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের আয়োজনে একটি জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। দিনের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত মহামান্য আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী এবং বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কৃতি ও প্রাক্তন ছাত্র জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব এস এম তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর ও স্কুলের সকল প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ব্রাদারগণ, নিবেদিত জীবনে প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ সকল ব্রাদার ও পুরোহিতগণ এবং নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বাস্কেটবল ও ফুটবল খেলার মধ্যদিয়ে। এরপর দুপুরে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পরপরই শুরু হয় প্রাক্তন ছাত্রদের প্যানেল আলোচনা। প্যানেল আলোচনা শেষ হলে, অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আকর্ষণীয় লটারী ড্র, কনসার্ট ও আতশবাজি। সর্বশেষে প্রধান শিক্ষক ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও সিএসসি শতবর্ষ জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠানে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া যারা এ অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে শ্রম, অর্থ ও পরামর্শ দিয়েছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শতবর্ষ জুবিলী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

We loved him a lot, but God loved him more

On behalf of Ichamati - A Friends and Family Union Inc., we express our deepest condolences on the recent passing of our great leader Eric Francis. He was battling over a month with the current pandemic COVID -19 and finally passed away on July 3rd, 2020. Eric Francis was a people person who loved to share his words of wisdom and ever - lasting charisma. He was very compassionate about our community's prosperity and will - being. To inspire our community and preserve the culture and heritage of Atharogram, he played a visionary role in Ichamati. He acted as a two term President for Ichamati in 2013 and 2018. His skillful guidance and leadership motivated and uplifted our organization to achieve beyond its goals. He led a great journey with a vision for unity and never - ending success. His sudden demise is a monumental loss to the community and our organization.

It was a great honor for Ichamati to have him as a dynamic leader of our organization. He will always be missed and reme mbered in our hearts. His vision and exceptional teachings will remain intact within us forever and always.

May his soul rest in eternal peace. We pray the Lord gives his family the greatest strength and faith to persevere during this difficult time.

Sinnce we cannot express his legacy with words, let us express our condolences with a quote from Rabindranath Tagore "Death is not extinguishing the light; it is putting out the lamp because dawn has come."

With deepest sympathy,
ICHAMATI - A Friends and Family Union, Inc.
Maryland, USA.

বিজ্ঞ/১০৯/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 26
❖ 26 July - 1 August, 2020 , ১১ - ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

প্রয়াত নিকোলাস গ্রেগরী গমেজ
জন্ম : ৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

সময়ের স্রোতে বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাসিক্ত দিন। যেদিন মহাশান্তির মাঝে পরম পিতার কোলে তুমি আশ্রয় নিয়েছ। তুমি চলে গেছ, তবু রেখে গেছ অনেক কিছু স্মৃতির মানসপটে।

তোমার সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগায়, তোমার অপরিসীম ভালবাসা, স্নেহ, যত্ন সর্বোপরি তোমার আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা বরাবরই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এবং আমাদের নব চেতনায় উদ্ভাসিত করে।

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী : মেরী গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধু : প্রদীপ-লিলি, প্রবীন-রিটা, প্রতাপ-শিপ্রা, প্রকাশ-সেন্ড্রা, বিকাশ-জেসি, সিজার-অর্পিতা।
নাতি-নাতনী : অংকন, আপন, আবৃত্তি, অরিন, ছড়া, ইরা, অরিত্র, লিরা, অর্কিত, এরভিন, অক্ষর, আদিশ্ত, এনড্রিক আরোহী, আরিয়েন।

ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২২০/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা = ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা = ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি = ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা –
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**